শ্রীশ্রীহরিভক্তিচন্দ্রোদয়।

শ্রীশ্রীভক্তিতত্ত্বচন্দ্রামৃত,

শ্রীশ্রীউপদেশামৃত, শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষামৃত,

শ্রীশ্রীহরিনামামৃত,

শিখরিণী।



শ্রীশ্রীধাম বৃন্দাবন

শ্রীশ্রীযমুনা পুলিন—শ্রীশ্রীবংশীবট।

শ্রীশ্রীসিদ্ধকৃপাসিন্ধু বৈরাগ্যপ্রভু মহারাজ জিউ

শ্রীচরণকৃপালব্ধ।



তদ্দাসানুদাস

শ্রীবিহারীলাল সুর দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৪১।১ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।



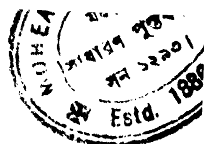
কলিকাতা;

৬১ বি, নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, হিন্দুপ্রেসে

শ্রীগৌরহরি দে দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০০।





প্রকাশকের নিবেদন।

কিয়ৎকাল অতীত হইল, শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ জীউ অধম দুর্ব্বৃত্ত দাসানুদাসের দুর্দ্দশার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক স্থায়ী উপদেশসার বিধানচ্ছলে অসংখ্য উপদেশামৃতখণ্ড রত্নরাজির অন্তর্গত এতৎকয়েকপত্রসম্পুটসন্নিহিত শ্রীশ্রীপরমামৃত-খণ্ডচতুষ্টয় রচনা ও অনুবাদ সম্পাদনে হীনমতি জড় নরাধমকে চিন্ময় হৃদয়কবচমহৌষধি প্রদানে কৃতকৃতার্থতারূপ সুশীতল শ্রীশ্রীচরণছায়াদানে সুস্নিগ্ধ করেন। ইহাতে তদীয় শ্রীশ্রীচরণ কৃপায় এ অধমের ধ্বংসাবরানান্তি অনির্ব্বচনীয় অপ্রাকৃত পারলৌকিক মঙ্গলসাধন সবিশেষ অনুভূত ও প্রতীত হন। অনুরাগী ভজনসন্ধানেচ্ছুকনের ইহাতে অনুরূপ উপকার সম্ভা-বনাবোধে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ জীউর শ্রীশ্রীচরণসরোজ প্রসাদাৎ অধমের ইহা প্রকাশ করিবার বাসনা হয়। তদীয় শ্রীশ্রীচরণ-কমলে অনুমতি প্রার্থিত হইলে তিনি আজ্ঞা করেন; দুই একটী স্থল পুনদৃষ্টিসঞ্চার পূর্ব্বক পরিবর্ত্তন ও সংস্কার আবশ্যক এবং প্রতি ফর্ম্মার প্রুফসিট তাঁহার দৃষ্টিগোচর না করিয়া মুদ্রিত না করা হয়। কিন্তু অধম মূর্খ ঔৎসুক্য ও চাঞ্চল্য-বশতঃ শ্রীশ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে পত্রযাতায়াতনিবন্ধন বিলম্ব অপেক্ষা না করিয়াই সমস্ত মুদ্রিত করিয়াছে। সুতরাং কয়েকটী স্থল সংশোধন সাপেক্ষ রহিয়াছে। এক্ষণে শ্রীশ্রীবৈষ্ণব পাঠক মহোদয়গণের শ্রীশ্রীচরণকমলে গল-লগ্নকৃতবাসপ্রণতি সহকারে অপরাধীর কাতর নিবেদন ও ভিক্ষা, তাঁহারা কৃপা করিয়া

পরপৃষ্ঠাগত শুদ্ধিপত্রালিকার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অমৃত চতুষ্টয় পাঠ ও আস্বাদন করেন।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ জীউর শ্রীশ্রীচরণকমলযুগলে এ নরাধম পাষণ্ডীর অপরাধের সীমা নাই। অগণিত অপরাধ সমূহের মধ্যে এটীও একটী সুমহৎ অপরাধ। কৃপা করিয়া যেরূপ দণ্ডাজ্ঞাই বিধান করেন। সর্ব্বসাধারণচরণে প্রার্থনা ভবিষ্যতে সাবহিত থাকিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবচন্দ্রের সদয় উপদেশ-বাক্য ও ইঙ্গিতাভিপ্রায়াদির প্রতি সতৃষ্ণভাবে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া বারান্তর মুদ্রণকালে তাঁহার অভিমত সর্ব্বকার্য্য সম্পাদনে অধম সক্ষম হয়। আপাততঃ শ্রীশ্রীবৈষ্ণব মহানুভবগণ নিজগুণে কৃপা করিয়া ক্ষমা করিলে বরাভয়প্রদ নিত্য প্রসন্নবদন শ্রীশ্রীগুরুদেবচন্দ্র ও কথঞ্চিৎ ক্ষমা আজ্ঞা করিতে পারেন—হৃদয়ের আশা। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাষ্টমী, শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দঃ ৪১২।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

বর্ত্তমান শতাব্দীর বৈষ্ণবমণ্ডলীর রত্নভূষণ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমন্নিত্যানন্দাবিষ্টচিত্ত ৺শ্রীরাধাচরণদাস বাবাজীউ মহারাজের প্রীতীচ্ছায় ও তদভিন্নহৃদয় সুপ্রসিদ্ধ ভক্তিগাথক শ্রীরামদাস বাবাজীউ মহারাজের আকিঞ্চনে তাঁহাদিগের জনৈক প্রিয়শিষ্য শ্রীফণীন্দ্রনাথ নিয়োগী মহাশয়ের সম্পূর্ণ অর্থ সাহায্যে এই শ্রীগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইলেন। মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীমদভীষ্ট দেবের আবশ্যকমত পুনর্ম্মুদ্রাঙ্কণের আজ্ঞা প্রতিপালনে সফলকাম হইয়া তাঁহাদিগের শ্রীচরণে কৃতজ্ঞতাপাশে চিরবদ্ধ রহিলাম অলমিতি।—

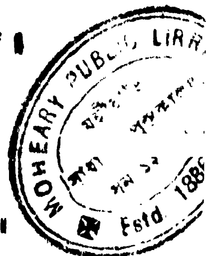
ফাল্গুনী পূর্ণিমা,
শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দঃ ৪৩৯।

অশেষ ভূম্যবলুণ্ঠিত সাষ্টাঙ্গপ্রণত,
শ্রীশ্রীবৈষ্ণবপদরজোচ্ছিষ্টকণ প্রয়াসী,
শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম দাসানুদাস,
শ্রীবিহারীলাল সুর দাস।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দচন্দ্রোবিজয়তে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুনিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈতগদাধরশ্রীবাসাদিভক্তবৃন্দ॥

নিত্যানন্দোদ্বৈতচৈতন্যমেক
তত্ত্বং নিত্যালঙ্কৃতব্রহ্মসূত্রং।
নিত্যৈর্ভক্তৈর্নিত্যয়া ভক্তিদেব্যা
ভাতং নিত্যে ধাম্নি নিত্যং ভজামঃ॥



শ্রীশ্রীভক্তিতত্ত্বচন্দ্রামৃত।

শ্রীগুরু জাহ্নবা পদে মোর নমস্কার।
গৌরগত প্রাণ যার নাহি জানে আর॥
তাহার অনন্ত গুণ কে পারে বর্ণিতে!
শ্রীগৌরাঙ্গ সেবা করে অনন্ত রূপেতে॥
মহাসঙ্কর্ষণ যিনি বলাই রতন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড স্বামী সেই যিনি হন॥

মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥

অনন্তরূপ ধরি তেঁহ কৃষ্ণ সেবা করে।
শ্রীকৃষ্ণসেবন বিনা অন্য নাহি স্ফূরে॥
কৃষ্ণে অনুরাগ হইয়ে দুই ভাগ।
অনন্তরূপের শ্রেষ্ঠ রূপ দুই ভাগ॥
জাহ্নবা নিতাই মুখ্য সেবে দুইরূপে।
কৃষ্ণকে সেবয়ে ধরি অনন্ত স্বরূপে॥
কৃষ্ণ সেবা লাগি তাঁর যত কিছু কাজ।
কৃষ্ণবিনা ভাল নাহি লাগে মন মাঝ॥
আজ্ঞা না লঙ্ঘিতে পারি সৃষ্টিলীলা করে।
সেহ তুচ্ছজ্ঞানে করে মন নাহি ধরে॥
হেলাতে সমাধা হয় সৃষ্টিলীলা তাঁর।
হেলাতে সম্পূর্ণ হয় যত ব্যবহার॥
একবস্তু দুই ভাগ জাহ্নবা নিতাই।
জাহ্নবার তত্ত্ব বলে কার শক্তি নাই॥
কলিতে আসিয়া হৈলা নিত্যানন্দরাম।
জনম লইলা প্রভু একচক্রা ধাম॥
অনঙ্গমঞ্জরী হইলা জাহ্নবা ঈশ্বরী।
গুণের আকর মাতা রূপের গাগোরী॥
(রাম অবতারে সেবা করিল বিস্তর।
সেবাসুখে মগ্ন নিশিদিশি নিরন্তর॥

আন নাহি জানে বিনা শ্রীরঘুনন্দন।
সেবাতে নিমগ্নচিত্ত রহে সর্ব্বক্ষণ॥
কনিষ্ঠ কারণে বাক্য লঙ্ঘিতে না পারে।
তাহাতে সেবার কার্য্য বহু বিঘ্ন করে॥
এই দুঃখ ভাবি মনে রহে নিরন্তর।
সেই সে কারণে জ্যেষ্ঠ ব্রজে হলধর॥)
সখার সহিত সেবে বলদেব রূপে।
অনঙ্গমঞ্জরী হয়ে শ্রীরাধা সমীপে॥
গৌরাঙ্গ সেবন বিনা নাহি জানে আন।
গৌরাঙ্গ প্রেমেতে গড়া তনু দুই খান॥
কলিতে পাতকী জীব অপার অসীমা।
উদ্ধারিলা নিত্যানন্দ প্রকাশিয়া প্রেমা॥
এমন দয়াল নাহি হয় কোন যুগে।
কোন অবতারে সে পাপীর পাপ মাগে॥
কোন অবতারে পাপীর ঘরে ঘরে গিয়া।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম বিলায় যাচিয়া॥
তাহাতে না হইল তৃণ ধরিয়া দশনে।
বলে মোরে কিনি লহ ভজিয়া চৈতন্যে॥
রুধির প্লাবন অঙ্গে প্রহার করয়।
তথাপি দিলেন প্রেমা নাহি উপেক্ষয়॥

জগত পূরিল পেয়ে নাম প্রেমামৃত ।
কৃপাসিন্ধু দাস একা হইল বঞ্চিত ॥
যতনে বন্দিব শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ ।
একান্ত শরণ মম দুহু পাদ-পদ্ম ॥
মহা সে পাতকী নিজ জাতি সে অধম ।
কুদেশ বসতি আর কুবৃত্তি করণ ॥
কুজনের সঙ্গী আর দুঃশীল অন্তর ।
যাহার পরশে স্নান কর্ত্তব্য আচার ॥
এমন অধম সব গৌরাঙ্গ কৃপায় ।
নাচিয়া গাইয়া প্রেমে গড়াগড়ি যায় ॥
অসীম পাতকী যদি শ্রীগৌরাঙ্গ বলে ।
তাহার নিস্তার হবে অনায়াসে হেলে ॥
বন্দিব শ্রীসীতানাথ দয়ার অবধি ।
গৌরাঙ্গ আনিয়া ধন্য করিলা পৃথিবী ॥
কলি জীব দুঃখ দেখি কাঁদিলা বিস্তর ।
কাঁদিয়া বলেন প্রভু এস ধরাপর ॥
বন্দিব শ্রীগদাধর গৌর প্রেমময় ।
যাহার গৌরাঙ্গ প্রেম কহনে না যায় ॥
ক্ষেত্রবাস গোপীনাথ সেবা ছাড়ি তৃণ প্রায়
গৌরাঙ্গ সঙ্গেতে চলে, ধর্ম্মাধর্ম্ম না গণয় ॥

শ্রীবাস চরণ বন্দ করিয়া যতন।
যাহার গৃহেতে প্রভু সদা সঙ্কীর্ত্তন॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাসরঘুনাথ॥
প্রভু হরিদাস বন্দ কায়-বাক্য-মনে।
গৌরাঙ্গ করিল যার উৎসব আপনে॥
অনন্ত গৌরাঙ্গ ভক্ত কেবা জানে নাম।
যেই যাঁহা পায় তাঁহা করে প্রেমদান॥
অসীম দয়াল প্রভু গৌরাঙ্গ ভকত।
জীবের উদ্ধার লাগি সদা রহে যুক্ত॥
গৌরাঙ্গ ভকত দয়া কে পারে বলিতে।
সম্মুখে যাহারে পায় ভাসায় প্রেমেতে॥
কৃপাসিন্ধু দাস বলে আমার ভরসা।
নিতাই গৌর পরম দয়াল এই মনে আশা॥

গুরুর চরণে শিষ্য করিয়া প্রণতি।
বলে প্রভু এ অধমের কি হইবে গতি॥
শ্রীগুরু বলেন ওরে আর কি বলিব।
নাম সঙ্কীর্ত্তন কর অনায়াসে পাব॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

(নাস্তি যজ্ঞাদিকর্ম্মাণি হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ বিমুক্তয়ে নৃণাং নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।)

নামেতে একান্ত রতি নামের শরণ।
অবিশ্রান্ত নাম লইলে শীঘ্র পাবে প্রেম॥
শিষ্য বলে প্রভু শাস্ত্রেতে তাই কয়।
নাম লইতে মোর চিত্তে প্রেম ত না হয়॥
শ্রীগুরু বলেন ওরে বৈষ্ণব চরণে।
একান্ত শরণ লও কায়-বাক্য-মনে॥
নাম অপরাধ আছে করহ বর্জ্জন।
তবে সে পাইবে শীঘ্র কৃষ্ণের চরণ॥

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়াৎ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংসনঃ।
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নো হি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥

শিষ্য বলে সদাচারি বৈষ্ণব দেখিলে।
তবে সে করিব ভক্তি মোর মন বলে॥
শ্রীগুরু বলেন ভক্ত জনের বিচার।
করিতে তোমারে কেবা দিয়াছেন ভার॥
বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।
তুই মূর্খ কি বুঝিবি বল তো আমায়॥

বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।
তুই গাধা কি বুঝিবি বলতো কুমতি॥
বৈষ্ণবের চিহ্ন যাতে পাইবি দর্শনে।
ভকতি করিবি তাকে ইষ্টদেব মনে॥
তাঁর ক্রিয়া মুদ্রা দেখা না হয় উচিত।
বৈষ্ণব জানিবে সব জগতে পূজিত॥

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষস্ত দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্‌বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্মৈঃ।

(বৈষ্ণবের গুণ লহ না লইবা দোষ।
কায়মনোবাক্যে কর বৈষ্ণব সন্তোষ॥)

জনে চেৎ জাতভাবেঽপি বৈগুণ্যমিব দৃশ্যতে।
কার্য্যা তথাপি নাসূয়া কৃতার্থঃ সর্ব্বথৈব সঃ॥
ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা ভৃশমলিনেঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ।
নহি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিৎ তিমিরপরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ॥

(বৈষ্ণবে নিষিদ্ধ যদি দেখিবা করিতে।
অবশ্য কারণ আছে জানিবা ইহাতে॥
কৃষ্ণের পরীক্ষা কোন আবশ্যক আছে।
অতএব এই কার্য্য বৈষ্ণব করিছে॥)

আমার মলিন মন হৃদয় মলিন।
কি করিয়া বুঝিবে সে বৈষ্ণব লক্ষণ॥
ইহার দৃষ্টান্ত দেখ শ্রীমদ্ভাগবতে।
ভৃগু যবে ঈশ্বরেও গেলা পরীক্ষিতে।
ব্রহ্মা শিব নিন্দিয়া সে বিষ্ণু বক্ষঃস্থল।
পদাঘাত করিয়া সে ঈশ্বর বুঝিল॥
শিব বিষ্ণু নিন্দা ভৃগু না শুনে আভাষ।
বক্ষেতে মারিল নিন্দা করিল অশেষ॥
ইহা দেখি যদি কেহ ভৃগু নিন্দা করে।
রহিবে অনন্তকাল নরক ভিতরে॥)
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ভক্তি রসময়।
বুঝিতে নারিল তেঁহ ভক্তের হৃদয়॥
মাণ্ডুয়া বসন দেখি নিন্দিল যখন।
জগন্নাথ তাঁর শাস্তি দিলেন তখন॥
এই সব জনে যদি নারিল চিনিতে।
যে বলে চিনেছি আমি যাবে নরকেতে॥
গর্হিত করয়ে যদি বড় অধিকারী।
নিন্দার থাকুক কাজ হাসিলেই মরি॥
ব্রহ্মলোকে দেখিয়া হাসে সিদ্ধ ঋষিগণ।
ভুগিল সে কুম্ভীপাক দুঃখ অগণন॥

ক্রিয়া মুদ্রা দেখি যেবা বৈষ্ণবে নিন্দিবে ।
অনন্ত নরকভোগ তাহার হইবে ॥
বৈষ্ণবের স্থানে হয় ক্ষুদ্র অপরাধ ।
মহা মহা ভজনেতে পড়ে যায় বাদ ॥
নিষিদ্ধ আচার যত দেখিবে শাস্ত্রেতে ।
আপনাকে সব হতে হবে বাঁচাইতে ॥
আপনাকে সেই সব হবে সাবধান ।
সাবধান নহিলে যেন নরকে গমন ॥
কায়মনোবাক্যে তাহা করিবে পালন ।
নতুবা নরক তাহা কে করে খণ্ডন ॥
বেদবাক্য লঙ্ঘিলে সে নরকে পতন ॥
বেদবাক্য লঙ্ঘনে হও নিজে সাবধান ।
নিষিদ্ধ বিধি যা কিছু নিজে সে করিবা ।
বৈষ্ণবের বিধি নিষেধ সেহ না দেখিবা ॥
বৈষ্ণব জানিবে সব কৃষ্ণের স্বরূপ ।
কভু কোন লীলা কৃষ্ণ ইচ্ছা অনুরূপ ॥
শ্রীকৃষ্ণ যেমন যথা প্রকট অপ্রকট ।
বৈষ্ণব হয়েন জেন সেইমত সব ॥
শিষ্য বলে প্রভু যাহা কহেন শাস্ত্রেতে ।
শাস্ত্রযুক্ত কার্য্য যদি না দেখি করিতে ॥

গুরু বলে শাস্ত্রমত কিবা জান তুমি ।
শাস্ত্রেতে বৈষ্ণব গুরু কৃষ্ণ এক মানি ॥

আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কহিচিৎ ।
ন মর্ত্ত্যাবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥

কৃষ্ণ যে করিল কার্য্য অনেক আছয় ।
তাহা দেখি কৃষ্ণে তবে করহ সংশয় ॥
বিশ্বাস করিবে হৃদে তর্ক না করিবে ।
তর্ক সে করিলে কৃষ্ণ প্রাপ্তি না হইবে ॥
বিশ্বাসে মিলায় রত্ন তর্কে বহুদূর ।
বিশ্বাসে পাইল আছে শাস্ত্রেতে প্রচুর ॥
বিশ্বাসে পাইল শাস্ত্রে যজ্ঞ পত্নীগণ ।
অবিশ্বাসে না পাইল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ॥
(সাক্ষাতে করিল যুদ্ধ অসুরাদিগণ ।
বিশ্বাস অভাবে তারা না পাইল সেবন ॥
বিদুর গুহক মুচিরাম দাস আদি ।
জগত করয়ে পূজা দেবতা অবধি ॥)
বিশ্বাসে কুবের পায় শ্রীরাম চরণ ।
অনুসঙ্গে রাম নাম করিয়া শ্রবণ ॥
স্বামী কিছু তাঁকে মন্ত্র না কৈল প্রদান ।
স্বামীর মুখের নাম করিল গ্রহণ ॥

রামরামাভাষ শুনি মহামন্ত্র মানি।
স্বামীকে করিলা গুরু আপনা আপনি ॥
রামানন্দস্বামী যবে বিশ্বাস দেখিল।
যতন করিয়া শিষ্য মধ্যেতে লইল ॥
মৃত সে বাঁচিল রাণী চৌর পাদোদকে।
বিশ্বাসের বল দেখ কার সাধ্য লেখে ॥
চন্দন তুলসীযুক্ত ক্ষুদ্র দুটী শিলা।
শিষ্যেরে ব্যাকুল দেখি গুরু তাকে দিলা ॥
একান্ত মনেতে বিষ্ণু মূর্ত্তি সে জানিলা।
সেবন করিতে হস্তপদ প্রকাশিলা ॥
আয় ছাগলী পাতা খেসে এই বাক্য খানি।
কোন গুরু শিষ্য কাণে কহে গেল বাণী ॥
বিশ্বাসসুদৃঢ় শিষ্য জপিতে লাগিল।
ঈশ্বর আসিয়া তবে ছাগলী হইল ॥
বারে বারে পাতা খায় বিশ্বাসের বলে।
বিশ্বাস অভাবে কৃষ্ণ দেখিলে না মিলে ॥
বৈষ্ণব শরীরে কৃষ্ণ পূর্ণভাবে স্থিতি।
বৈষ্ণবে বিশ্বাস কর মিলিবে সম্প্রতি ॥
শিষ্যবলে পূর্ণ ভক্তিবান যেই জন।
তাঁহার সম্বন্ধে হয় এসব কথন ॥

পূর্ণ ভক্তিবান নহে করে দুরাচার।
তাহার সম্বন্ধে নহে হেন ব্যবহার॥
শ্রীগুরু বলেন তুমি বড় সে অজ্ঞানে।
পূর্ব্বে বলিলাম পূর্ণ জানিবা কেমনে॥
পূর্ণ বা অপূর্ণ ভক্তি চেনা নাহি যায়।
চিহ্ন দেখি সবাকারে প্রণতি ঘুয়ায়॥
এ সঙ্কটে এইমাত্র দেখি প্রতীকার।
সবারে করিবে সে প্রণতি নমস্কার॥
কোনরূপে কার ঠাঁই না পড়িবে দোষ।
বৈষ্ণব উচিত হয় এই ধর্ম্মপোষ॥
শিষ্য বলে প্রভু আছে আর নিবেদন।
বৈষ্ণব নিন্দার কিছু কহ বিবরণ॥
নিন্দনীয় কাজ যদি করেন বৈষ্ণবে।
তাঁর নিন্দা করিলে কি অপরাধ হবে॥
শ্রীগুরু বলেন ওরে তুই মূর্খ বড়।
ব্রহ্মাদি দেবের নাহি বৈষ্ণবে অধিকার॥
বৈষ্ণবের কর্ত্তা হন সর্ব্ব অধীশ্বর।
অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্ব সে নন্দের কুমার॥
বৈষ্ণবের ভাল মন্দ করেন বিচার।
অন্যে বিচারিলে যাবে নরক ভিতর॥

কৃষ্ণভক্তি অঙ্গ হয় অশেষ অপার।
ইহার মধ্যে হয় চৌষট্টী অঙ্গ সার॥
কোন অঙ্গে কিঞ্চিৎ বা ভজন করয়।
দুরাচারও কাজ তার অনেক আছয়॥
সৎশব্দ বাচক হইবে সেইজন।
তার নিন্দা করিলে হবে নরকে পতন॥

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ ব্যবসিতো হি সঃ॥

জগত বঞ্চক ঘোর বিষয়ী যে জন।
কৃষ্ণ নাম সার জানি করে উচ্চারণ॥
সতের মধ্যেতে তারে গণিতে হইবে।
তার নিন্দা করে যদি নরকে যাইবে॥
কৃষ্ণ নাম গ্রাহী হইলে তার এই তত্ত্ব।
সংসারী বা সন্ন্যাসী হোক তার এই মহত্ত্ব॥
বঞ্চক বিষয়ী নামগ্রাহীর এ মহত্ত্ব।
শ্রীকৃষ্ণ ভজেন প্রভু কহ তার তত্ত্ব॥

সর্ব্বাচারবিবর্জ্জিতা শঠধিয়ো ব্রাত্যা জগদ্বঞ্চকা
দম্ভাহঙ্কৃতিপানপৈশুনপরাঃ পাপান্ত্যজা নিষ্ঠুরাঃ।
যে চান্যে ধনদারপুত্রনিরতা সর্ব্বাধমাস্তেঽপি হি
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দশরণা মুক্তা ভবন্তি দ্বিজ॥

শ্রীগুরু বলেন কথা কি বলিব তোরে।
(কৃষ্ণ আর কৃষ্ণভক্ত সম শক্তি ধরে॥
কৃষ্ণের অপেক্ষা জেন তাঁর সেবা-ফল।
কৃষ্ণকৃপাপেক্ষা হন তাঁর কৃপাবল॥
গোস্বামী মহান্ত কুলে যতেক উৎপন্ন।
তাঁদিগে জানিবে সব কৃষ্ণের সমান॥
সাবধান হইবেক তাঁদের নিকটে।
কোন রূপে অপরাধ যেন নাহি ঘটে॥
অল্প অপরাধে হয় নরকে পতন।
অতএব তাঁহাদিগে অত্যন্ত সাবধান॥)
শিষ্য বলে আর এক নিবেদি চরণে।
তাঁরাত বৈষ্ণবগুরু করে অভিমানে॥
অভিমানে যদি করে বৈষ্ণব নিন্দন।
কি হইবে তাহাতে সে কিবা দোষ গুণ॥
শিষ্যের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কৃপায় সিদ্ধান্ত কহেন গুরু মতিমান্॥
সাক্ষাৎ কৃষ্ণের তুল্য যেই সর্ব্বজন।
বৈষ্ণবাপরাধে সর্ব্বনাশ সেইক্ষণ॥
এমন জনের যদি হইল সর্ব্বনাশে।
আচার্য্য বংশে জন্মিয়া তাঁর অভিমান কিসে॥

জগৎগুরু জননী যেই শচী মাতা।
তাঁহারে হইল শাস্তি আনের কি কথা॥
বস্তুতঃ তেঁহ বৈষ্ণব নিন্দা নাহি করে।
নিন্দাভাষ তবু শাস্তি দিলেন তাঁহারে॥
জগতে হয়েন গুরু যেই সনাতন।
গৌরাঙ্গ যাঁহার হৃদে স্থিতি সর্ব্বক্ষণ।
তাহার ছুটিল ধ্যান বৈষ্ণব অসন্তোষে।
বস্তুতঃ বৈষ্ণবে তেঁহ না করিল দোষে॥
সখীর অনুগা হয়ে কৃষ্ণলীলা স্মরে।
কৃষ্ণ হাসে রাধিকার বস্ত্র ঝড়ে উড়ে॥
বৈষ্ণবে নাহিক হাসে দ্রোহ নাহি কৈল।
তথাপি সে ধ্যানভঙ্গ দুঃখেতে পড়িল॥
অকারণে হইল দেখ বৈষ্ণবাপরাধ।
কারণ পাইলে সর্ব্বনাশ সে প্রমাদ॥
প্রহ্লাদ দর্শনে গেলা সনকাদি ঋষি।
পূজায় আছিল দর্শন নাহি কৈল আসি॥
সদ্য সে পড়িল প্রমাদ বৈষ্ণবাপরাধে।
দ্রোহ বা নিন্দিলে দেখ কি পড়ে প্রমাদে॥
(কৃষ্ণ প্রাণ তুল্য যাঁরা তাঁর শাস্তি এত।
বৈষ্ণবাপরাধে ক্ষুদ্র নরকে বসত॥)

(নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীতমুশুশ্রুমঃ॥)

ক্ষুদ্র অপরাধ করে বৈষ্ণব চরণে।
একান্ত ভক্তের ভক্তি ঘুচে সেই ক্ষণে॥
অনন্য ভকত কৃষ্ণ বৈসে যে হৃদয়ে।
বৈষ্ণবাপরাধ যদি সেজন করয়ে॥
তার অধোগতি হবে না যাবে খণ্ডন।
বৈষ্ণবাপরাধে হবে নরকে পতন॥
অতি অল্প অপরাধ করে ভক্ত স্থানে।
অতি গুরুতরা ভক্তি ঘুচে সেই ক্ষণে।
(বৈষ্ণবের স্থানে যদি করে অপরাধ।
বৈকুণ্ঠেতে ভগবান গণয়ে প্রমাদ॥)
কৃষ্ণ যদি তার রক্ষা নারিল করিতে।
কার সাধ্য আছে তারে রাখিতে জগতে॥
অভিমানের গন্ধ নাই কৃষ্ণভক্তগণে।
অভিমান হইলে ভক্তি যায় সেইক্ষণে॥
অভিমানী ভক্তিহীন ধর্ম্ম বহির্ভূতে।
অভিমানীর অধিকার নাহিক ভক্তিতে॥
বৈষ্ণবধর্ম্ম সে যজে স্বীয়াশ্রমে থাকে।
তার জাতি দেখিলে সে পচে কুম্ভীপাকে॥

সংসারী বৈষ্ণবের জাতি দেখিলে নরক।
উদাসীনের জাতিতে দৃষ্টি কি মহাবিপাক॥

অর্চ্চাবিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
বিষ্ণোর্নির্ম্মাল্যনাম্নোঃ কলুষদহনয়োরন্যসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

অনন্ত কাল সে পচে নরক ভিতরে।
চন্দ্র সূর্য্য যতকাল গগণ উপরে॥
শ্রীকৃষ্ণভক্তের কার্য্য দেখিয়া যে জন।
অথবা শুনিয়া কেহ করয়ে নিন্দন॥
সে অধমের যত দুঃখ সংখ্যা করিবার।
কৃষ্ণ বলে সাধ্য নাহি হয় সে আমার॥
গুরুর নিকটে শিষ্য কহে পুনর্ব্বার।
ভক্তির বাধক প্রভু কিছু আছে আর॥
শুনিয়া শিষ্যের অতি কাতর সন্ধান।
সিদ্ধান্তের সার কন্ গুরু মতিমান॥
জগতের কর্ত্তা নন্দ-নন্দন যে হরি।
সংহার কারণ গুণ অবতার ধরি॥
গুণ অবতার সংহার হেতু শিবরূপে।
শ্রীনন্দ-নন্দন হইলেন একরূপে॥

এক বস্তু হয় দুহে অংশাংশী বটে।
অংশীকে অংশ সে প্রভু জ্ঞান নাহি ছুটে॥
অংশীকে অংশ সে করে প্রভু জ্ঞান।
আপনার করে তার দাস অভিমান॥
পৃথক ঈশ্বর বুদ্ধি করে যেইজন।
নিশ্চয় হইবে তার নরকে গমন॥
সংহার কারণ যথা গুণ অবতার।
নিস্তারেও হন তাঁর স্বরূপ বিস্তার॥
জীব সৃষ্টিলীলা করি কাঁন্দে উভরায়।
অবশ্য নিস্তার লাগি রাখেন উপায়॥
(জগত নিস্তার হেতু জগত ঈশ্বর।
গুরু রূপ ধরি করে জীবের নিস্তার॥)
ভক্তরূপ নিজরূপ এক করি মানে।
ভক্তহৃদে প্রবেশি করে একার্য্য সাধনে॥
কৃপাতে প্রেরক হইয়া স্বয়ং ভগবান।
ভক্তহৃদে থাকি করেন এ কার্য্য সাধন॥
অতএব গুরুকে জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
কার্য্য অনুরোধে কৃষ্ণ হন গুরুরূপ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাহার প্রকাশ॥
কুলে বা অকুলে জন্ম অংশ ভগবান।
মধুর রহস্য তার নিগূঢ় প্রমাণ॥
বড় হয়ে ছোট হওয়া মহত্ত্বের রীতি।
অভিমানে অন্ধবুদ্ধি বুঝিবে কেমতি॥
পশু নীচকুলোদ্ভব মানব হইতে।
কোটী গুণ ভাগ্যবান্ জান নিঃসন্দে'তে
হেন পশুকুলোদ্ভব বীর হনুমান।
জগতে হইল পূজ্য জানে সর্ব্বজন॥
ভল্লুক কুলেতে জন্ম দেখ জাম্বুবান্।
যার কন্যা বিবাহ করিল ভগবান॥
সুগ্রীবে করিল মৈত্র রাম গুণমণি।
বালিকে বধিলা প্রভু মৈত্র শত্রু জানি॥
রাক্ষস কুলেতে জন্ম দেখ বিভীষণ।
তাঁকে মৈত্র পদ দিলা রাম ভগবান॥
দৈত্য কুলোদ্ভব প্রহ্লাদ ভক্ত অগ্রগণ্য।
যাঁর লাগি ভগবান হন অবতীর্ণ॥

দৈত্য পশুকুলে জন্ম এই সব জন ।
পৃথিবীতে পূজ্যপাদ নাহিক এমন ॥
পশুকুলে জন্মি ইহারা জগত আরাধ্য ।
নীচকুল ভক্তের মহিমা কহিতে কার সাধ্য
মুচিরাম দাস গুহক কুবের সবরি ।
জগতারাধ্য যথা ভগবান হরি ॥
কোন ভাগ্যে কার যদি বৈষ্ণবে বিশ্বাস ।
জন্মে যদি তবে তার খণ্ডে ভবপাশ ॥
বৈষ্ণবে বিশ্বাস হইলে ভজয়ে বৈষ্ণবে ।
বৈষ্ণবে ধরয়ে তবে ঐ অবলম্বে ॥
বৈষ্ণবে ভজিলে হয় কৃষ্ণের ভজন ।
একটীতে দুটীই হয় অপূর্ব্ব কথন ॥
বৈষ্ণব সেবায় কৃষ্ণ সেবা সে হইল ।
ঐ ফল দিয়া মাত্র কৃষ্ণ না ছাড়িল ॥
আবার বৈষ্ণব বলে শুন ভাইগণ ।
তোমাদের এক কথা করি যে কথন ॥
সংসার দুঃখের অবধি অপার অনন্ত ।
এ দুঃখের শেষ নাই ভাজা ভাজা তপ্ত ॥
এ বড় অপার দুঃখ জলধি সমান ।
দুঃখে জরজর তনু যেন ভাজাধান ॥

এ দুঃখের পার যাইতে ইচ্ছা নাহি কর।
ইহাতে কি বুঝেছ ভাই বলহ সত্বর ॥
এই মত অনেক কহেন বুঝাইয়া।
অমূল্যধন হরিভক্তি দেন গোছাইয়া ॥
ভক্তির প্রকার বলি ভগবানের তত্ত্ব।
আশীর্ব্বাদ করেন সে মন হন লিপ্ত ॥
হেন কার্য্য করেন সে বৈষ্ণব সকলে।
বাঞ্ছাকল্পতরু তাই সর্ব্ববেদে বলে ॥
অতএব দেখ ভাই বৈষ্ণবের তত্ত্ব।
কেবা সে বলিতে পারে বৈষ্ণব মহত্ত্ব ॥
পুনঃ শিষ্য বলে কিছু ধরি চরণেতে।
বৈষ্ণবের তত্ত্ব কিছু চাহি যে বুঝিতে ॥
শ্রীগুরু বলেন তুমি বড় মূর্খ হও।
যাহা সে হাবার নয় করিবারে চাও ॥
তাহার দৃষ্টান্ত এক বুঝহ মনেতে।
দ্বারকা যাইতে এক রাস্তার মধ্যেতে ॥
শালগ্রাম মূর্ত্তি এক হয় সেই খানে।
পথের নিকট সব করেন দর্শনে ॥
আবরণ নাই তার হয় ফাঁকা স্থান।
ধুপেতে ঠাকুর বড় কষ্ট প্রাপ্ত হন ॥

আবরণ করি দিলে ঠাকুরের গায়।
কোন দুঃখ না হইবে বুঝিয়া আশয়॥
আবরণ করিয়া সে বৈষ্ণব চলিল।
তার পর আর এক বৈষ্ণব আইল॥
বৈষ্ণব ভাবিল মনে এ খারাপ বড়।
জঙ্গল নিকট তৃণ পত্রের ছাপর॥
অগ্নিদাহ হয় যদি ঠাকুরের গায়।
কত কষ্ট পাইবেন ঠাকুর মহাশয়॥
আবরণ ভাঙ্গি তবে বৈষ্ণব চলিল।
আবরণকারা বৈষ্ণব পুনঃ সে আইল॥
আসিয়া দেখিল ভাই এমন পাষণ্ড।
দেখিলে সে চূর্ণ করি দিই তার মুণ্ড॥
বৈষ্ণব বসিয়া আছে এই মন দুঃখে।
ভাঙ্গিল বৈষ্ণব সেই আইল সম্মুখে॥
দুইজনে এক স্থানে বসি কয় কথা।
কার মন কেহ নাহি জানয়ে সর্ব্বথা॥
ভাবেতে দোলায় মাথা ঠাকুরের আগে।
আবরণ ভাঙ্গিল বলি না করতো রাগে॥
দালান বানায়ে লহ সুখে কর বাস।
ভাবেতে কহেন কথা মনে সে উল্লাস॥

আবরণকারী সাধু বলেন ক্রোধেতে।
আরে ভণ্ড ভাব কালি দেখাব তোমাতে ॥
দ্বিতীয় বৈষ্ণব বলেন শুন মহাশয়।
বৈষ্ণবের ক্রোধ কভু উচিত না হয় ॥
দ্বিগুণ জ্বলিল সাধু বলবান অতি।
মারিতে ধাইল তবে বৈষ্ণবের প্রতি ॥
দ্বিতীয় বৈষ্ণব হন ক্ষীণ কলেবর।
বলেতে নারিবে মার খাবেন বিস্তর ॥
দ্বারকার পতি কৃষ্ণ অতি দয়াবান।
দর্শন দিলেন যথা বৈষ্ণব দুজন ॥
কৃষ্ণচন্দ্র বলে ওরে বাবাজী কি কর।
বৈষ্ণবের ধর্ম্ম কেন দূরে পরিহর ॥
কি বুঝিয়া মারিতে চাহ বলত আমায়।
আদ্যোপান্ত সব কথা বৈষ্ণব কহয় ॥
মুচকিয়া কৃষ্ণচন্দ্র হাসিয়া হাসিয়া।
দ্বিতীয় বৈষ্ণবে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসে বসিয়া ॥
প্রেমেতে বিভোর চিত্ত গদ গদ স্বরে।
ভূমিতে পড়িলা সাধু বাক্য নাহি স্ফুরে ॥
সে দোঁহার ভাগ্যসীমা না পারি বলিতে।
সাধুসেবা কৈল বুঝি অকপট ভাবেতে ॥

অকপট গুরু সেবা বিনা সে এমন।
না ফলিবে না ফলিবে কহে শাস্ত্রগণ॥
কায়মনোবাক্যে সাধু গুরুসেবা করে।
এই মত ফল কৃষ্ণ শীঘ্র দেন তারে॥
কিছু স্থির হই দোঁহে সব বিররণ।
আদ্যোপান্ত কহিলেন কৃষ্ণ বিদ্যমান॥
কৃষ্ণ বলে তুমি যাঁরে পাষণ্ড বলিলা।
তাঁর প্রেমে আজ মোর দর্শন পাইলা॥
সে যে কত বড় প্রেমী নারিলা বুঝিতে।
ওর প্রেমে বশ থাকি ওর হৃদয়েতে॥
(মূর্খো বদতি বিষ্ণায় বুধো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥)
যাহার মনের ভাব বনে অগ্নি লাগে।
সেই অগ্নি পাছে লাগে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে॥
সেই কথা মনে করি ভাঙ্গিল ছাপর।
রৌদ্র কথা মনে হৈল ঐশ্বর্য্য অন্তর॥
এই মত ভাবনা সে আইল মনেতে।
প্রভু পদ সেবে ছয় ঋতু নিয়মেতে॥
যখন যেই সেবা কৈলে প্রভু সুখ পান।
বুঝিয়া সময় মত সেবে ঋতুগণ॥

যবে যেই সেবা কৈলে প্রভু পান সুখ।
সময় বুঝিয়া সেই সেবায় উন্মুখ॥
ব্রহ্মা শিব চন্দ্র সূর্য্য বরুণ যমাদি।
সকলে প্রভুর দাস্য মাগে নিরবধি॥
পৃথিবীতে আন নাহি কৃষ্ণ দাস বিনা।
হেন প্রভু দুঃখ পান ঘরাশ্রম বিনা॥
এই মনে করি দ্বারকা দর্শনেতে গেল।
পুনঃ আসি তব সঙ্গে বিবাদ হইল॥
তুমি সে ইহারে কভু চিনিতে নারিতে।
ইহ স্থানে অপরাধে নরকে যাইতে॥
এই হেতু আমি ইহ করিয়া গমন।
তোমাকে রাখিল আর দিল দরশন॥
অতএব শুন ভাই হয়ে সাবধান।
হেন কার্য্য আর না করিবে কদাচন॥
এ শঙ্কটে একমাত্র দেখি প্রতিকার।
সবাকারে করিবে প্রণতি নমস্কার॥
(পৃথিবীতে লেশ নাই দোষের সঞ্চার।
আপনাকে জানিবে সে দোষের আকর॥)
একাংশেন স্থিতং জগৎ ইত্যাদি প্রমাণ।
কৃষ্ণ ভিন্ন জগমাঝে কেহ নাহি আন॥

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।

স্বতন্ত্র নহেত জীব কর্ম্মদ্বারে বুদ্ধি।
তবে তুমি দোষ দেখ তোমার কুবুদ্ধি॥
এত বলি কৃষ্ণ তবে অন্তর্দ্ধান হৈলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া দোঁহে ভূমিতে পড়িলা॥
পরে স্থির হয়ে দোঁহে গেলা স্বীয় স্থানে।
নিশি দিশি করে কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তনে॥
পরে শিষ্য গুরু স্থানে যোড়হাতে কয়।
মোর বাঞ্ছা পূর্ণ হৈল তব সে কৃপায়॥
বৈষ্ণব-চরণে বলে কৃপাসিন্ধু দাস।
চরণে শরণ দিয়া পদে কর দাস॥
এ অধমের নাহিক গতি কোন মতে।
তোমাদের পদে সে একান্ত আশ্রিতে॥
তোমাদের স্থানে অপরাধে নাহি ত্রাণ।
তোমরা সে দিতে পার কৃষ্ণ ভগবান॥
(কৃষ্ণ স্থানে অপরাধে কৃষ্ণ নামে তরে।
তোমা স্থানে অপরাধে কৃষ্ণ না উদ্ধারে॥)
কৃষ্ণের শকতি নাহি এ পাপ ক্ষমিতে।
তোমদের শরণ চাই একান্ত ভাবেতে॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দচন্দ্রোবিজয়তে

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

জয় গুরু মহামায়া বদ্ধজীব ত্রাতা।
শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব সাধু দয়াল মহাত্মা॥
কমল চরণযুগে অনন্ত প্রণতি।
ধন্য ধন্য কৃপা তব দুর্গতির গতি॥
দীনে অপ্রাকৃত কৃপা করিলেন প্রভু।
জন্ম জন্ম ভাবিলেও সীমা নহে কভু॥
কৃপায় তারিলে ঘুচাইলে ভব রোগ।
এ অধম জীব জন্ম জন্ম অনুযোগ॥
অজ্ঞানান্ধ ঘুচাইয়া দিলে চক্ষুদান।
উপদেশ-মনোশিক্ষা অমৃত সিঞ্চন॥
সর্ব্ব উপদেশ সার নাহিক উপমা।
শ্রীগোস্বামী রঘুনাথ করুণা মহিমা॥
সংস্কৃত ভাষায় মূল রচন অতুল।
তব কৃপা বিনা নহে সাধনানুকুল॥
অনুকূল হিত লাগি করি অনুবাদ।
ওপদ প্রসাদে যেন নহে অপরাধ॥

পূজ্যপাদ গোস্বামীর আছে আশীর্ব্বাদ ।
পাঠে ফলে গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব প্রসাদ ॥
ধন্য গুরু কৃপা জীবে কি দিলে সন্ধান ।
হেন কিছু নাহি যাহে কৃপা পরিমাণ ॥
ভক্তিতত্ত্বচন্দ্রামৃত উপদেশামৃত ।
মনোশিক্ষামৃত সার হরিনামামৃত ॥
অমৃতে অমৃতে সর্ব্ব অমৃতায়মান ।
ক্ষুৎপিপাসা-রোগ-শোক-দুঃখ অবসান ॥
শ্রী শ্রীহরিনামামৃত উন্নত উজ্জ্বল ।
লহরে লহরে মনপ্রাণ সুবিহ্বল ॥
জয় জয় গুরুদেব করুণার সিন্ধু ।
সর্ব্বলোক ভরি গায় পতিতজন বন্ধু ॥
জন্ম জন্ম সেবি এবে ও রাঙ্গাচরণ ।
যাঁহার কৃপায় সর্ব্ব অভীষ্ট পূরণ ॥

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোপদম্ ।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং প্রাপ্তিমূলং গুরোঃ কৃপা ॥

বন্দে শ্রীভট্ট গোপালং দ্বিজেন্দ্রং বেঙ্কটাত্মজং।
শ্রীচৈতন্য প্রভোঃ সেবা নিযুক্তঞ্চ নিজালয়ে ॥

শ্রীশ্রীউপদেশামৃত।



বাচশ্চ বেগং মনসশ্চ বেগং
ক্রোধস্য বেগমুদরোপস্থবেগম্ ।
বেগান্ য এতান্ বিসহেত বীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥ ১ ॥

বাক্যের আবেগ সহ্য করে যেইজন।
মনাবেগ যত্ন করি করে সম্বরণ ॥
ক্রোধাবেগ পরিহার যে করে অভ্যাস ।
ক্ষুধাবেগে নাহি করে অখাদ্য প্রত্যাশ ॥
কামের আবেগে যেই জ্ঞানান্ধ না হয়।
নিশ্চিত জগত তার আজ্ঞাধীন রয় ॥ ১ ॥

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্‌ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥ ২ ॥

অত্যাহার বহূদ্যম বৃথা বাক্য ব্যয় ।
নিয়মে অনাস্থা জন-সঙ্গেতে আশয় ॥
লোভের লালসা যার হৃদয়ে বসতি।
এ ছয় লক্ষণে দূর ভক্তি রতি মতি ॥ ২ ॥

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্ম প্রবর্ত্তনাৎ ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্‌ভ্যো ভক্তিঃ প্রসীদতি ॥ ৩ ।

নিয়মে উৎসাহ তত্ত্ব সিদ্ধান্ত নিশ্চিত।
সুধীরতাশ্রয় বিধিকর্ম্ম নিয়োজিত ॥
নিঃসঙ্গতা তথা সাধুবৃত্তি আচরণ।
এই ছয়ে হন সদা ভক্তি প্রসীদন ॥ ৩ ॥

দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণং ॥ ৪ ॥

আদান প্রদান গুহ্য কথোপকথন।
ভোজন করয়ে আর করায় ভোজন ॥
প্রণয় হইলে এই ষড়বিধ লক্ষণ।
পতিতপাবন প্রভু রঘুনাথ কন ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণেতি যস্য গিরিতং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদভীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মুখে যাঁর হন উচ্চারণ।
মনের সহিত তাঁর আদর করণ ॥
তাতে যদি কৃষ্ণ দীক্ষা তবেত প্রণাম।
তায় যদি কৃষ্ণ ভজে শুশ্রূষা বিধান ॥

অন্য নিন্দা শূন্য হয়ে অনন্য ভজন।
সে মহাজনের সঙ্গ সদাই বাঞ্ছন॥
আদর প্রণাম সেবা সঙ্গ এই চার।
একে একে হন যোগ প্রশস্ত আচার॥ ৫॥

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্মৈঃ॥ ৬॥

ভক্তজন দেহে কোন বিকার প্রকাশ।
অঙ্গ বিকলতা রোগ অনাচারাভাষ॥
প্রাকৃত বলিয়া নাহি করিবে গণন।
সাবধান হবে তাৎপর্য্য বিলক্ষণ॥
গঙ্গাজলে ফেন পঙ্কবুদ্বুদ আছয়।
দ্রবময়ী ব্রহ্ম নিত্য শাস্ত্রে ফুকারয়॥
ভক্তজনে করে যদি অন্য আচরণ।
সেহ জান কভু নহে অন্য সাধারণ॥
যাহা কেন গঙ্গাজলে হো'ক দরশন।
সদ্য মোক্ষ প্রদায়িনী সেহ নিরঞ্জন॥
(ভক্তজন অন্ন সদা শ্রীমহাপ্রসাদ।
অভক্তের অন্নে কিন্তু ঘটে পরমাদ॥)

সনাতনী হরিপদ শ্রীপ্রেম তরঙ্গা।

গঙ্গা কভু কূপ নহে কূপ নহে গঙ্গা ॥ ৬ ॥

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যা

পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু ।

কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা

স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী ॥ ৭ ॥

অবিদ্যারূপ পিত্তে যার রসনা দূষিত ।

কৃষ্ণনাম চরিত তার নহেত অমৃত ॥

তথাপিহ অনুদিন সেবিবেক তায় ।

রোগমুল নাশ হয় ক্রমে স্বাদুপায় ॥

স্বাদু হতে স্বাদু শেষে সুধা উপজয় ।

সুধার সাগরে নিত্য সুখে সন্তরয় ॥ ৭ ॥

তন্নামরূপচরিতাদিসুকীর্ত্তনানু-

স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য ।

তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগি জনানুগামী

কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারঃ ॥ ৮ ॥

সে নাম সে রূপ সে চরিত সঙ্কীর্ত্তন ।

স্মরণানুক্রমে মন রসনা যোজন ॥

হেনরূপে অনুরাগী জনের সহিত ।

ব্রজে বাস সদাকাল এইত বিহিত ॥

সর্ব্ব উপদেশ সার হেন উপদেশ।
অল্প ভাগ্যে নাহি বুঝে ইহার বিশেষ ॥ ৮ ॥

বৈকুণ্ঠাদগণিতা বরা মধুপুরী তত্রাহপিরাসোৎসবা-
দ্বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ ॥৯॥

বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা গণ্যা মধুপুরী।
তাহা হতে শ্রেষ্ঠা বৃন্দাবনের মাধুরী ॥
জন্ম বাল্য কৌমারাদি পৌগণ্ড বিকাশ।
সুমধুর লীলা নহে বৈকুণ্ঠে প্রকাশ ॥
বৃন্দাবন রাসস্থল রাস রসময়।
প্রেমের তরঙ্গ সদা সর্ব্বদিকে বয় ॥
নাচে গায় হাসে কান্দে প্রেমের তরঙ্গে।
কৃষ্ণসত্ব ভাবরস ঝরে অঙ্গে অঙ্গে ॥
তার মাঝে গোবর্দ্ধন গিরি বিরাজয়।
রাধা প্রেমরতি বিভোরতা মূর্ত্তিময় ॥
গিরিগাত্রে সে উদারপাণির রমণ।
কিবা শোভা সর্ব্ব প্রাণ মন বিমোহন ॥
তার পার্শ্বে বিরাজেন কুণ্ড শ্রীরাধিকা।
গোকুল নাথের প্রেমামৃত প্রাণাধিকা ॥

চিন্ময় রজত হেম স্ফটিকের স্তম্ভ।
তট ঊর্দ্ধে চন্দ্রাতপ ক্রোড়ে প্রেম অম্ভ ॥
আনন্দ সরসীতটে লতা ফুল ফল।
শুক সারী পিক কুল সদা কল কল ॥
চারিদিকে সোপানিত চিদ্ঘন স্বরূপ।
প্রেমভক্তি পূর্ণ কুণ্ড অদ্বয় অনুপ ॥
প্রেমের প্লাবনে কুণ্ড হিল্লোল কল্লোল।
গিরিতটে উদ্‌ঘোষিত মহা প্রেমরোল ॥
বৈরাগ্যের সার প্রেমভক্তি প্রদায়িনী।
কুণ্ডভরি রাখিলেন রাধা ঠাকুরাণী ॥
বিবেকী হইয়া হেন আছে কোন জন।
প্রাণ মনে কুণ্ড যেবা না করে সেবন ॥ ৯ ॥

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাপ্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা,
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥১০॥

কর্ম্মী হ'তে সর্ব্বভাবে শ্রীহরি প্রিয়তা।
জ্ঞানীজন লাভ করে শাস্ত্রের সংহিতা ॥
জ্ঞানী হ'তে জ্ঞান মুক্ত পরাভক্তিযুত।
হেন ভক্ত শ্রেষ্ঠ হন কৃষ্ণের সম্মত ॥

তাহা হৈতে হন শ্রেষ্ঠ প্রেম নিষ্ঠাবান।
প্রেম নিষ্ঠাবান মাঝে গোপ রামাগণ ॥
লোচনারবিন্দ যাঁর কৃষ্ণ লোভনীয়।
সে যুথের মাঝে রাধা অধিক শোভয় ॥
শ্রীরাধিকা তুল্য সেই রাধাকুণ্ড খ্যাতি।
তদাশ্রয় নাহি লয় হেন কোন্ কৃতী ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সীভ্যোঽপি রাধা-
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি।
যৎপ্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
তৎপ্রেমেদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি ॥ ১১ ॥

সকল প্রেয়সী সনে কৃষ্ণের প্রণয়।
তার মধ্যে উচ্চ প্রেম রাধিকার হয় ॥
মান করি যবে রাধা কৃষ্ণে উপেক্ষিল।
চূড়া ধড়া বাঁশী ফেলি কাঁদিতে লাগিল ॥
অক্রুর পাথারে কৃষ্ণ সন্ন্যাস লওল।
প্রেয়সীর প্রেমাস্বাদ সদাই চিন্তল ॥
শ্রীরাধিকা সম তাঁর কুণ্ডের গরিমা।
মহামুনি বিধানে আর নাহিক উপমা ॥
অন্তরঙ্গ ভক্তজনে যে বস্তু দুর্ল্লভ।
ভক্তিমার্গ প্রবর্ত্তকে কেমনে সুলভ ॥

হেন কুণ্ডজলে একবার কর স্নান।
স্বীয় প্রেম কুণ্ডেশ্বরী করিবেন দান॥
রাধাপ্রেমে মেতে চিন্ত রাধিকা-রমণ।
তবেত পাইবে নিত্য যুগল সেবন॥ ১১॥

জয় জয় গুরুদেব করুণা নিধান।
মো সম পাতকী জনে যে করিলা ত্রাণ॥
মহাপ্রভুর গণ যত পতিতপাবন।
কৃপাসিন্ধু দাস মাগে ওপদে শরণ॥

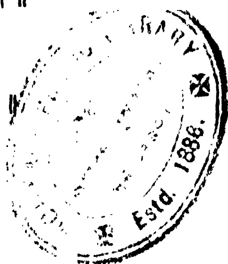
——

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দচন্দ্রৌবিজয়তে

——(•)——

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

জয় গুরুদেব জয় করুণার সিন্ধু।
জয় জয় পাদপদ্ম জয় দীনবন্ধু॥
ভবের তরঙ্গে জীব হাবুডুবু খাই।
রাখিলেন কৃপাময় শ্রীপদ বাড়াই॥
ধরিতে না জানি হৃদে দিলেন সংযোগ।
সংসার সাগরে ভাসি সেবানন্দ ভোগ॥
অনিত্যের মাঝে দিলা নিত্যের আভাষ।
শ্রীগুরু পুরান শিষ্য জন্ম জন্ম আশ॥
সারাৎসার গুরুপদ সার কর মন।
যে পদ প্রসাদে লভ নিত্য নিরঞ্জন॥
ভজন সাধন মনঃশিক্ষা উদ্বোধক।
অরবিন্দযুগসার অমৃতকোরক॥
ধন্য হও মন তুমি সেব গুরুপদ।
নিত্যসেবা সুখময় সম্পদ বিপদ॥



অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষামৃত।



গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ ॥ ১ ॥

গুরুদেবে ব্রজধামে ব্রজবাসী জনে।
ইষ্টমন্ত্রে ইষ্টনামে বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণে ॥
অতিশয়াপূর্ব্বরতি করহ বিধান।
কুতর্কের দম্ভত্যাগ কর মতিমান ॥
হেন বিভূষণে মন হও বিভূষিত।
শরণ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজহ ত্বরিত ॥
পদে ধরি সবিনয়ে করি নিবেদন।
দীনে না উপেক্ষা করো ওহে ভাই মন ॥ ১ ॥

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুর পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ ॥ ২

বেদমার্গে নানাবিধ কর্ম্মের আদেশ।
অনর্থক কালক্ষেপ না বুঝি বিশেষ॥
বিহিত বা নিষিদ্ধ বা যত কিছু কর্ম্ম।
পরিহার কর মন যত ধর্ম্মাধর্ম্ম॥
জন্মিয়া এ মর্ত্ত্যধামে কর ব্রজে বাস॥
রাধাকৃষ্ণ পরিচর্য্যা করহ প্রয়াস॥
প্রচুর ভাবেতে সেব মন প্রাণ দিয়া।
সাধুশাস্ত্র গুরুবাক্য দেখ মিলাইয়া॥
অতি বিজ্ঞজনে মিলে ইহার সন্ধান।
নহিলে বিপাকে পড়ি খোয়ায় পরাণ॥
নন্দের নন্দন স্মর শচীর তনয়।
একাধারে রাধাকৃষ্ণ কলি ভাগ্যোদয়॥
স্মর ভজ জপ সদা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
এই নাম সার করি হও মন অনন্য॥
মুকুন্দের প্রেষ্ঠজন শ্রীগুরু মূরতি।
সর্ব্বার্থের সিদ্ধিদাতা পরাপ্রেম রতি॥
অবিরত তাতে মন হও হে প্রণত।
একান্ত ভাবেতে সেব সে পদ সতত॥
শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন নহে সে মূরতি।
কৃষ্ণ পূজা অগ্রে গুরু-পূজার পদ্ধতি॥

(গুরু তুষ্ট কৃষ্ণ রুষ্ট নাহি আসি যায়।
গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিবার নয়॥)
এ নিগূঢ় তত্ত্ব মন করহ ধারণা।
চারিযুগ সদাকাল সর্ব্বত্র ঘোষণা॥
আর কেন বিড়ম্বনা গর্ত্তে মোরে ডার।
পায়ে ধরি রাখ মন আর নাহি মার॥ ২ ॥

যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিজনু
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্ণা নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ॥ ৩॥

অনুরাগ ভরে যদি ব্রজে বাস চাও।
মিথুনে ভজিয়া যদি বাসনা পুরাও॥
পরিচর্য্যা অভিলাষ কর যদি মন।
যথা পথ শীঘ্র তবে কর'অবলম্বন॥
স্বরূপে শ্রীরূপে তথা সগণ অগ্রজে।
স্ফুট করি স্মর নম সে পদ-পঙ্কজে॥
ভাবেতে ভাবিত হয়ে ভাব সনাতনে।
অনন্ত প্রণতি পাড় দয়াল চরণে॥ ৩॥

অসদ্বার্ত্তা বেশ্যা বিসৃজ মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ
কথা মুক্তিব্যাঘ্রা ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ।

অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতোব্যোমনয়নীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতি মণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ ॥ ৪ ॥

কুসঙ্গ রূপিণী বেশ্যা সহ বার্ত্তা মৈত্রী।
মহা মায়াবিনী ধূর্ত্তা সর্ব্বধনহর্ত্রী ॥
অসৎ সঙ্গ আন কথা যতনে ত্যজহ।
ঘোর আবর্ত্তনে মন আপনা বাঁচাহ ॥
ব্যাঘ্র স্বরূপিণী মুক্তি সর্ব্বার্থ গ্রাসিনী।
সে কুহক না শুনহ সর্ব্বস্ব নাশিনী ॥
কেমনে পাশয়া পার্শ্বে নিরাকারে লবে।
লয়াকার জ্যোতির্ম্ময় সব নিরখিবে ॥
অতএব মন তুমি হও সাবধান।
অসৎসঙ্গ মুক্তি কথা করহ বর্জ্জন ॥
হেন যে ঐশ্বর্য্যময়ী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
নারায়ণ রমা নিত্য জগত-মোহিনী ॥
ঈশ্বর ঈশ্বরী হেন লক্ষ্মী-নারায়ণ।
তাহাতেও রতি মতি নাহি প্রয়োজন ॥
একান্ত হইয়া ভজ শ্রীরাধামাধবে।
দুর্লভ সে প্রেমমণি অনায়াসে পাবে ॥
শুদ্ধ প্রেম ভক্তি পেয়ে চরিতার্থ হবে।
প্রেম পারাবারে নিত্য প্রেম সেবা পাবে ॥ ৪ ॥

অসচ্চেষ্টাকষ্টপ্রদবিকটপাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদিপ্রকটপথপাতিব্যতিকরৈঃ।
গলে বদ্ধা হন্যেঽহমিতিবকভিদ্বর্ত্মপগণে
কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি যথা ত্বাং মন ইতঃ ॥ ৫ ॥

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ও মাৎসর্য্য।
ভ্রষ্টপথ প্রবর্ত্তনে নিষ্ঠুরের বর্য্য।
কুপ্রবৃত্তি দৃঢ় পাশ বাঁধি মোর গলে।
আকর্ষিয়া মারে মোরে মন কি করিলে ॥
এই বেলা ডাক দাও বকারির গণে।
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি বলে ডাক ঘনে ঘনে ॥
কৃষ্ণবীর অনুচর যত ভক্তগণ।
অবলীলায় করিবেন দানব দলন ॥
তুমি আমি রক্ষা পাব এ ঘোর বিপদে।
দুর্যাতনা দূর করি রাখিবেন পদে ॥
কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব দয়াল বলি খ্যাত।
জীব দুঃখ নিবারণে যুক্ত অবিরত ॥ ৫ ॥

অরে চেতঃ প্রোদ্যৎকপটকুটিনাটিভরখর
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম।
সদা ত্বং গান্ধর্ব্বা গিরিধরপ্রদপ্রেমবিলসৎ
সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয় ॥ ৬ ॥

রে দুর্ব্বোধ মন কেন আত্ম-বিড়ম্বনা ।
মিনতি চরণে ছাড় অসৎ প্রেরণা ॥
কপটতা কুটিনাটী নিবেশাতিশয় ।
খরমূত্রে স্নান জ্বালা সদাই দহয় ॥
আপনিও দগ্ধ হও মোরে কর দগ্ধ ।
বিষয়ের অন্ধকূপে আর কেন মুগ্ধ ॥
গিরিধারী বামে রাধা গন্ধর্ব্বকন্যকা ।
যুগল বিলাস প্রেম কি সুখ-দায়িকা ॥
অমৃত সাগরে স্নান করি স্নিগ্ধ হও ।
আপনি জুড়াও আর আমারে জুড়াও ॥ ৬ ॥

প্রতিষ্ঠাশাধৃষ্টাশ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধুপ্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নহু মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িতসামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ॥ ৭ ॥

দীনভাবে মৌন ধরি ভজন চিন্তহ ।
সর্ব্ব অভিমান মন সত্বর ত্যজহ ॥
প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির ইচ্ছা হৃদে করে নৃত্য ।
চণ্ডালিনী গৃহে কোথা শুচির অস্তিত্ব ॥
প্রতিষ্ঠার গণ যদি হৃদয়ে বসতি ।
সুনির্ম্মল কৃষ্ণ প্রেম না সম্ভবে কতি ॥

চণ্ডালী প্রতিষ্ঠা রাজরাণী কৃষ্ণপ্রেম।
চিতা পূতি ভস্মে কোথা কমলিনী হেম॥
কৃষ্ণভক্ত রাজকুল নাহি যার তুল।
যথাসাধ্য সেব লভ দৃষ্টি অনুকূল॥
কৃপায় ভকতবীর পিশাচী ছাড়াবে।
শ্মশান সংস্কার করি পুরী নির্ম্মাইবে॥
কৃষ্ণময়ী রাধারাণী করিবে বিরাজ।
তুমি আমি সাজাইব দিয়া প্রেমসাজ॥
এ হেন লালসা মন শীঘ্র করি ধর।
আপনি নিস্তারি মন এ দীনে নিস্তার॥ ৭॥

যথা দুষ্ট ত্বং মে দবয়তি শঠস্যাপি কৃপয়া
যথামহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাত্যুজ্জ্বলমসৌ।
যথা শ্রীগান্ধর্ব্বা ভজনবিধয়ে প্রেরয়তি মাং।
তথা গোষ্ঠে কাক্বা গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মন॥ ৮॥

তব হিতবাক্য মম করহ শ্রবণ।
শ্রীগুরুর উপদেশ না কর হেলন॥
আকুতি কাকুতি করি ভজ গিরিধারী।
হৃদয়ের শাঠ্য যাতে হরিবেন হরি॥
স্বীয়োজ্জ্বল প্রেমামৃত করিবেন দান।
যুগল ভজন যাতে অনুগা সন্ধান॥

কাতরে করুণা করি শ্রীরাধারমণ।
একান্ত ভাবেতে ডাক লও হে শরণ ॥
ঘুচিবে সকল দুঃখ জুড়াব দুজনে।
নীলহেমকমলিনী দেখিব নয়নে ॥
বহু জন্ম দগ্ধ আছি আর ত না সহে।
প্রেমসুধা সিঞ্চি মন জীবন রাখহে ॥
ধূ ধূ করি জ্বলি গেল কবে নিবাইবে।
রাধাপ্রেম সুধাকণা কবে বা সিঞ্চিবে ॥
দন্তে তৃণ ধরি মন এই বেলা রাখ।
তব কৃপা কটাক্ষে এ দীন তরে দেখ ॥ ৮ ॥

মদীশানাথত্বে ব্রজবিপিনচন্দ্রং ব্রজবনে-
শ্বরীং তাং নাথত্বে তদতুলসখীত্বে তু ললিতাম্।
বিশাখাং শিক্ষালীবিতরণগুরুত্বে প্রিয়সরো-
গিরীন্দ্রৌ তৎপ্রেক্ষাললিতরতিদত্বে স্মর মনঃ ॥ ৯ ॥

স্মর স্মর স্মর মন ধরি তব পদ।
ব্রজেন্দ্র বিপিনচন্দ্র শ্রীপদ সম্পদ ॥
স্মর সদা স্মর মন বৃন্দাবনেশ্বরী।
স্মর তাঁর মর্ম্মসখী ললিতা সুন্দরী ॥
প্রেমশিক্ষা গুরু স্মর বিশাখা রসজ্ঞা।
প্রেম সেবা হেন কোথা দ্বিতীয়া অভিজ্ঞা ॥

শ্রীরাধিকা কুণ্ড তথা গিরিবর-রাজ।
স্মর স্মর স্মর হৃদি ব্রজধাম মাঝ॥
বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন গোবর্দ্ধন কুণ্ড।
দিবেন যুগল সেবা অমৃত অখণ্ড॥ ৯॥

রতিং গৌরী লীলে অপি তপতি সৌন্দর্য্যকিরণৈঃ
শচী লক্ষ্মী সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ।
বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলিমুখনবীনব্রজসতীঃ
ক্ষিপত্যারাদ্যাতাং হরিদয়িতরাধাং ভজ মনঃ॥ ১০॥

ভজ ভজ ভজ মন শ্রীরাধারতনে।
ঝলসিছে রাসেশ্বরী মাধুর্য্য কিরণে॥
রতি গৌরী লীলা কোথা সে সৌন্দর্য্য আগে।
শচী লক্ষ্মী সত্যা পরাভূতা সে সৌভাগ্যে॥
মাধুর্য্য কদম্বী বৃন্দাবন উজলিছে।
লাবণ্য সাগরে সর্ব্ব ত্রিলোক ভাসিছে॥
ব্রজসতী সুনবীনা যুবতীর যূথ।
চন্দ্রাবলী আদি সর্ব্ব অভিমান শ্লথ॥
রূপরসগুণভাবে শ্রীরাধারমণী।
কৃষ্ণবশে বৈরীরামাসন্তাপ দায়িনী॥
হেন রাধারতনে মন অনুক্ষণ ভজ।
গুরুদত্ত প্রেমসেবারসে মন মজ॥ ১০॥

সমং শ্রীরূপেণ স্মর বিবশরাধাগিরিভৃতো
ব্রজে সাক্ষাৎ সেবালভনবিধয়ে তদ্‌গুণযুযোঃ।
তদীজ্যাখ্যাধ্যানশ্রবণনতিপঞ্চামৃতমিদং
ধয়ন্নীত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ॥ ১১॥

পুজ গিরিগোবর্দ্ধনে জপ তাঁর নাম।
কীর্ত্তন করহ নাম মূর্ত্তি কর ধ্যান॥
গোবর্দ্ধনপাদরজে এ অঙ্গ লুটাও।
দণ্ডবতে ভাসি ভাসি ব্রজমাঝে যাও॥
দণ্ডবৎ নমস্কার সতত রচহ।
এ দেহ ধারণ মন সার্থক করহ॥
জপ নাম ধ্যান শ্রুতি তথা সদা নতি।
পঞ্চামৃত পানে মন পোষ রতি মতি॥
পঞ্চামৃতে প্রাণ পোষি গোবর্দ্ধনে ভজ।
ভজনের পরিপাটি তবে মন যজ॥
শ্রীরূপচরণপার্শ্বে ব্রজে করি বাস।
অনন্য ভাবেতে ধর গিরি কৃপা আশ॥
তবেত মিলিবে সাক্ষাৎ সেবার বিধান।
তবেত পাইবে সেই রাধাশ্যাম ধাম॥
প্রণয় বিবশ অঙ্গ জয় রাধাশ্যাম।
কি বিকার প্রতি অঙ্গে খেলে অভিরাম॥

সুবল ললিতা সখি মঞ্জরী সেবিতা।
ভক্তসেবাসুখময়ী সর্ব্বসুখ দাতা॥
নব জন্ম লভ মন ধন্য ধন্য হও;
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরসে মন ডুবি রও॥
এস এস মন তুমি মোর প্রিয়বন্ধু।
রাধারসে মজে মজে ভজ প্রেমসিন্ধু॥ ১১॥

মনঃশিক্ষাদৈকাদশকবরমেতন্মধুরয়া
গিরা গায়ত্যুচ্চৈঃ সমধিগতসর্ব্বার্থততি যঃ।
সযূথঃ শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে
জনো রাধাকৃষ্ণাতুলভজনরত্নং স লভতে। ১২॥

বৈরাগ্য মুরতি জয় প্রভু রঘুনাথ।
মোরে শিক্ষা দিয়া নাথ কর আত্মসাথ॥
পরম দয়াল নাথ হেরি জীব দুঃখ।
রচিলেন মনঃশিক্ষা স্তবময় সুখ॥
মনঃশিক্ষা সার এই একাদশ শ্লোক।
পাইয়া কৃতার্থ যত প্রবর্ত্ত সাধক॥
অর্থজ্ঞ হইয়া শ্লোক যে করিবে পাঠ।
মধুস্বরে উচ্চকণ্ঠে মিলাইয়া সাট॥
সযূথ শ্রীরূপানুগ হইয়া সে জন।
অনায়াসে লভিবেন এ ব্রজভবন॥

সর্ব্বসিদ্ধি সার রাধাকৃষ্ণের ভজন ।
সুরমুনি দুর্ল্লভ অপ্রাকৃত রতন ॥
বিরিঞ্চি মহেশ যাহে না পান সন্ধান ।
কলি নরে মহাপ্রভু করিলেন দান ॥
প্রেমানন্দামৃত ভরি হৃদয় সম্পুটে ।
রাসরস কৃষ্ণ প্রেম সেবাধন লুটে ॥ ১২ ॥

গুরু কৃপাবলে জীবের কীটত্ব ঘুচিল ।
প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতে প্রবেশিল ॥
জয় কৃপাসিন্ধু গুরু পতিতপাবন ।
দাসানুদাস কর মোরে ভিক্ষা এই ধন ॥
কৃপাসিন্ধু অভয় মঙ্গলময় নাম ।
যাঁহার স্মরণে প্রাপ্তি পূর্ণ নিত্য ধাম ॥
নিজগুণে নিজ দাসে সদা খুঁজি লবে ।
চিরদাস দাস বলি পদসেবা দিবে ॥
আমি জড় যদি ভুলি প্রভু না ভুলিবে ।
শ্রীগুরুচৈতন্য জড়ে চৈতন্য মিলাবে ॥
বৈষ্ণব সর্ব্বস্বধন অগতির গতি ।
কৃপাসিন্ধু দাস বলে ভক্তে হোক রতি ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥
ভগবদ্ভক্তপাদাব্জপাদুকাভ্যো নমোনমঃ।
যৎসঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যাঞ্চাখিলমুত্তমম্॥
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজমধুপেভ্যোঃ নমোনমঃ।
যৎকথঞ্চিৎ যদাশ্রয়াৎ শ্বাপি তদ্গন্ধভাক্ ভবেৎ



শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গনিত্যানন্দবিধুর্জয়তি।

শ্রীশ্রীহরিনামামৃত।

শিখরিণী।



অকাম সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥
জীব অজ্ঞ আমি বিজ্ঞ বিষয় কেন দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥

গুরু আগে শিষ্য তবে বলে করযোড়ি।
নাম ফল দৃষ্টান্ত শুনিতে ইচ্ছা ভারি॥
শ্রীগুরু বলেন নাম মহিমা বর্ণন।
ঈশ্বর নারেন আর বলে কোন জন॥
নিঃশেষ করি নাম-ফল না পারি বলিতে।
ঈশ্বর বলেন নারি আমার শক্তিতে॥
অনেক স্থানেতে হরি নিজমুখে কন্।
নামের মহিমা নারি করিতে বর্ণন॥
ঈশ্বর নারেন যাহা আর কেবা বলে।
ইহার দৃষ্টান্ত এক শুন মোর স্থলে॥

রাজবাটী এক মালী পুষ্প দেন নিতি।
রাণীর দাসীতে তাহা লয় কর পাতি॥
বিধির ঘটনা একদিন অকস্মাৎ।
রাণীর অল্প অঙ্গে তার হৈল দৃষ্টিপাত॥
দেখিয়া অধৈর্য্য মালী ঘরেতে আইল।
মধ্যাহ্নে মালিনী অন্ন খাইতে ডাকিল॥
মালী বলে আমি আজ অন্ন নাহি খাব।
জলে কিম্বা গলে দড়ি দিয়া সে মরিব॥
স্ত্রী বলে হেন সে বাক্য কেন বলিছেন।
মালী বলে মোর প্রাণ না যায় ধারণ॥
জানালার ফাঁকে রাণী দাসীকে ডাকিতে।
হঠাৎ তাহার অঙ্গ পড়িল চক্ষেতে॥
তাতে ক্ষুব্ধ হইয়া মোর অধৈর্য্য সে মন।
তাহা বিনু সঙ্কল্প সে করিল মরণ॥
স্ত্রী বলে সে যাহা বল এ দাসী করিবে।
রাণীকে এমন কার্য্য মলেও না হবে॥
নিশ্চয় মরিবে স্বামী মালিনী বুঝিল।
শোকাকুলা হয়ে তবে কাঁদিতে লাগিল॥
পরদিনে পুষ্প দিতে রাণীর নিকটে।
গিয়া কাঁদে অধৈর্য্য সে ফুলে ফুলে উঠে॥

রাণী বলে মালিনী সে এত দুঃখ কেন।
আমার নিকটে কহ সব বিবরণ॥
কিসের দুঃখ হইল তব হইবে বলিতে।
মালিনী বলেন শক্তি নাহিক কহিতে॥
রাণীর মনেতে আছে এই সে অভিমান।
ছোট লোক কাঁন্দে ইহার অল্প কারণ॥
অল্পেতে ইহার দুঃখ করিব বারণ।
ইহা ভাবি পুনঃ রাণী জিজ্ঞাসে কারণ॥
রাণী বলে দুঃখ যে করিবে নিবারণ।
তার কাছে না বলে সে বড় অজ্ঞ জন॥
মালিনী বলে মা যদি সত্য করি বল।
অন্যথা হইলে তবে না হইবে ভাল॥
সত্য সত্য সত্য সে অন্যথা না হইবে।
হঠাৎ বলিল রাণী এই কথা তবে॥
মালিনী বলেন মোর স্বামী যে মরিবে।
রাণী বলে কিগো সর্ব্বজ্ঞ হৈলে কবে॥
মালিনীর নাম সীতা মালীর নাম জগ।
সীতা বলে কল্য মম স্বামী এসেছিল গো॥
দাসীকে ডাকিতে তুমি জানালার ফাঁকে।
মম স্বামী দরশন করিল তোমাকে॥

দেখা মাত্র স্বামী মোর অধৈর্য্য হইল।
মোহিত হইয়া কামে জ্বলিতে লাগিল॥
তব সঙ্গ না পাইলে আত্মহত্যা করে।
শুনিয়া রাণীর যেন বজ্র পড়ে শিরে॥
বলে হায় হায় আমি কি কার্য্য করিনু।
মর্ম্ম না বুঝিয়া হঠাৎ সত্যবদ্ধ হইনু॥
সত্য ভঙ্গ হৈলে হয় নরকে নিবাসে।
হেন সত্য আমি সে করিল অনায়াসে॥
সত্য করিল সে আমি হাসিতে হাসিতে।
সত্যভঙ্গ করিলে সে যায় নরকেতে॥
সত্যবন্দী হইয়া পূর্ব্বে যত মহাজন।
নানাকষ্ট করি কৈল সত্যের রক্ষণ॥
হরিশ্চন্দ্র রাজা বিশ্বামিত্রের স্থানেতে।
সত্য করি মহারাজ ছিলেন পূর্ব্বেতে॥
বিশ্বামিত্রে সব দিয়া রহিল কাশীতে।
কাশী সে পৃথিবী ছাড়া কহেন শাস্ত্রেতে॥
হরিশ্চন্দ্র রাজা সে পৃথিবী দান কৈল।
বিশ্বামিত্র ঋষি তাহা গ্রহণ করিল॥
ঘর সে ছাড়িতে হবে রাজা নাহি জানে।
পৃথিবী করিল দান বিশ্বামিত্র স্থানে॥

উৎসর্গ হইলে মাগে দক্ষিণার সোণা।
ঘর হইতে আনি দিল সোণা বর্ণ নানা॥
বিশ্বামিত্র বলে পৃথ্বী মোরে কৈলে দান।
পৃথিবী মধ্যে হয় ঘর আদি স্থান॥
পৃথিবী হইতে ছাড়া যাহা হেন স্থান।
পৃথিবী থাকিলে তব হবে অকল্যাণ॥
তথাস্তু বলিয়া রাজা রহিলা কাশীতে।
শিব শূল পরে কাশী বলেন শাস্ত্রেতে॥
দক্ষিণার সোণা লাগি সে আত্ম বিক্রীত।
রাণীকে বেচিল আর পুত্রটী সহিত॥
ডোম ঘরে দাস্য করি চরায় শূকর।
এত কষ্ট কৈল সপ্ত দ্বীপ অধীশ্বর॥
সত্যবন্দী হৈয়া পূর্ব্বে দাতা কর্ণরাজা।
পুত্র কাটি দিয়া কৈল ব্রাহ্মণের পূজা॥
রাজ্যেশ্বর এক পুত্র বালক তাহাতে।
কাটিয়া দিলেন তাহা সত্যের নিমিত্তে॥
স্ত্রী পুরুষ সহিত সে কাটিবে করাতে।
এ বিষম কার্য্য কৈল সত্যের নিমিত্তে॥
দেবগণ সত্যবন্দী রাবণের কাছে।
সত্যবন্দী হইলেন না জানিয়া পিছে॥

সত্যের কারণে সেহ অদ্ভুত কথন।
হেন কার্য্য করিলেন সত্য হেন ধন॥
যে শনির দৃষ্টি মাত্র ভস্ম হৈয়া উড়ে।
কাপড় কাছেন সেই শনি লঙ্কাপুরে।
যে যম শাসনকর্ত্তা সকল ভুবনে।
ঘোটকের তৃণ দেন আনি প্রতিদিনে॥
ঈশ্বরাংশ সেই চন্দ্র আজ্ঞাকারী হয়ে।
প্রত্যহ পূর্ণিমা উদয় লঙ্কায় আসিয়ে॥
আমার এ অল্প দায় সত্যের লঙ্ঘন।
করিলে নরকে যাব না হবে এমন॥
এতেক ভাবিয়া রাণী সীতারে কহয়।
আমার এক বাক্য পাল করিয়া নিশ্চয়॥
তবে সে তোমার স্বামী বাঁচাইতে পারি।
সীতা বলে রাণী মাতা যে আজ্ঞা তোমারি॥
তোমার স্বামীকে এক বৈষ্ণব সাজায়ে।
বসিতে বলগে এক বৃক্ষতলে গিয়ে॥
গ্রামপ্রান্তে জলাশয় আছে বৃক্ষগণ।
তাঁর তলে বসি করে অনন্য ভজন॥
রাত্রি দিন কার সঙ্গে না কহিবে কথা।
হরিনাম রাত্রিদিন বসি করে তথা॥

রাত্রিতে উচ্চৈঃস্বরে করিবে কীর্ত্তন।
তাহা যেন শুনিবারে পায় সর্ব্বজন॥
আহার ব্যবহার কিছুমাত্র না করিবে।
তার খাদ্যবস্তু কিছু রাত্রে লৈয়া দিবে॥
জিজ্ঞাসিলে কেহ কিছু না করে কথন।
সর্ব্বদা করিবে কৃষ্ণ নামের গ্রহণ॥
বৈষ্ণবের বেশ ভূষা যেন ঠিক হয়।
কোন বৈষ্ণবের কাছে যেন শিখি লয়॥
সর্ব্বরাত্রে উচ্চৈঃস্বরে লবে কৃষ্ণনাম।
সে সময়ে কেহ এলে না করে কথন॥
রাজা গিয়া কোন দিন যদি প্রশ্ন করে।
সংখ্যা পূর্ণ নাহি হয় কহিবে রাজারে॥
গ্রামে খ্যাত হয় এক সাধু আসিয়াছে।
সেইদিন যাব আমি তবে তার কাছে॥
কাপড়ের তাম্বু করি নিশ্চয় যাইব।
তাহার সহিত তবে সঙ্গ সে করিব॥
তাহার সঙ্গে সঙ্গ সেই দিন হবে॥
নিশ্চয় জানিহ ইহা অন্যথা না হবে॥
সীতা আসি মালীকে কহিল বিবরণ।
দৃঢ় লোভে মালী তাহা করে আচরণ॥

প্রথম দিবসে রাত্রে করে আরম্ভন।
সর্ব্বরাত্রে করে নাম উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন॥
দ্বিতীয় দিবসে মন নির্ম্মল হইল।
নামের আস্বাদ তবে মিঠা লাগি গেল॥
উচ্চ নামেতে তবে মনের যোগ হৈল।
কামের দাহন তবে শিথিল পড়িল।
ভগবান আসিয়া সে হৃদয়ে পশিল।
সরস্বতী তাহা দেখি জিহ্বায় বসিল॥
বৈরাগ্য জন্মিল মনে অনেক আসিয়া।
পূর্ব্বস্বভাব ক্রমে ক্রমে যেতেছে খসিয়া।
তৃতীয় দিবসে এমন হইল নির্ম্মল।
কাম ক্রোধ মোহ আদি হইল শিথিল॥
মনের অনর্থ তবে সব দূরে গেল।
ভজনে প্রগাঢ় রুচি ক্রমেতে হইল॥
আশক্তিতে মন তবে অচল হইয়া।
বৃক্ষতলে পড়ি রহে আনন্দ পাইয়া॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে নাম রসে মগ্ন।
ভক্তির বাধক কার্য্য সব হৈল ভগ্ন॥
এতেক শুনিয়া শিষ্য গুরুপদে কয়।
আজন্ম বিষয়ী মালী কামাসক্ত হয়॥

এক দিন নাম কীর্ত্তনেই সে এত হৈল।
আমা সবার কেন তবে এ প্রেম নহিল॥
গুরু বলে শাস্ত্রে নাহি কর অবিশ্বাস।
শাস্ত্রের প্রমাণ শুনি সন্দেহ কর নাশ॥
নামাভাষে অজামিল বৈকুণ্ঠে গমন।
বৈকুণ্ঠে গমন ম্লেচ্ছ বলিয়া হারাম॥
রত্নাকর দস্যু ছিল রামায়ণে শুনি।
নামের অক্ষর জপি বাল্মীক সে মুনি॥
ব্রহ্মশাপ হৈতে রাম তিনবার বলে।
বামদেব জনমিল চণ্ডালের কুলে॥
বশিষ্ঠ বলেন নাম একবারের মূল্য।
জগতে এমন নাহি হয় তার তুল্য॥
ব্রহ্মশাপ হেতু বল তিন রাম নাম।
এই হেতু হবে তোর চণ্ডাল জনম॥
নামাভাষে সংসার ক্ষয় সে সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।
নামাভাষ হৈলে জীব বৈকুণ্ঠেতে চলে॥
শ্রীনন্দনন্দন হরি হইল গৌরাঙ্গ।
নিত্যানন্দ সহিত সে কে বুঝিবে রঙ্গ॥
শ্রীমুখে কহিল শুন নামের মহিমা।
চরিতামৃতে সনাতনে দিল তার সীমা॥

(তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলা চতুর্থ।)

"সকল সাধন শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে হয় প্রেমধন॥

(মধ্যলীলা ষষ্ঠে ভক্তিসাধন শ্রেষ্ঠ।)

ভক্তি সাধন শ্রেষ্ঠ শুনিতে হইল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল নাম সঙ্কীর্ত্তন॥

(তথাহি আদির অষ্টমে।)

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করয়ে প্রকাশ॥
প্রেমের উদয় হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ কম্পপুলক গদগদ অশ্রুধার॥
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ নাম ফল পাই এত ধন॥
দীক্ষা পুরশ্চরণ বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে॥"
আমার এমন না হৈল তাহার কারণ।
পরনিন্দা চর্চ্চায় আমি থাকি সর্ব্বক্ষণ॥

পরদ্বেষ হিংসা নিন্দা করি সর্ব্বক্ষণ ।
নিজ দোষরাশি মোর নাহি নিরীক্ষণ ॥
পরগুণে দোষ বলি করি আরোপণ ।
নিজ দোষ গুণ জানি মোর বুদ্ধি হেন ॥
কৃষ্ণ বিনা জগতে আর কারো সত্ত্বা নয় ।
পরহিংসা করিলে সে কৃষ্ণ দুঃখ পায় ॥
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাপী নিন্দুক সে হয় ।
নিন্দুকের সম পাপী আর কেহ নয় ॥
নিন্দুক সম অপরাধী নাহি ভূমণ্ডলে ।
নিন্দুক অপরাধী শ্রেষ্ঠ সর্ব্বশাস্ত্রে বলে ॥
তার মধ্যে বৈষ্ণব নিন্দুক বিশেষ হয় ।
বৈষ্ণব নিন্দুকের গতি ঈশ্বর নায়য় ॥
ঈশ্বর অসাধ্য হয় বৈষ্ণব নিন্দুকে ।
আপন করম দোষে পচে কুম্ভীপাকে ॥
বৈষ্ণব নিন্দুক গতি ঈশ্বর অসাধ্য ।
বৈষ্ণব নিন্দুক পচে কুম্ভীপাক মধ্য ॥
(যেত অপরাধী আছে একদিকে করি ।
বৈষ্ণবাপরাধী আর দিকে তবু ভারি ॥) :
নিজে বৈষ্ণবাভিমানী হইয়া পড়েছি ।
বৈষ্ণবের গুণ গণে দোষ দেখিতেছি ॥

যথা :—বিপরীতাচারকোঽপিমন্ত্রকঃ সর্ব্বদা শুচিঃ।
তন্দোষদর্শিনো যে চ তে বৈ নরকগামিনঃ

অনিন্দুক হইয়া সকৃৎ কৃষ্ণ বলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিবে হেলে ॥
কামাআশক্তের কথা তুমি যে কহিলে।
সন্দেহ যাইবে ধ্রুব চরিত্র শুনিলে ॥
এ সব বাঁচায়ে যদি কীর্ত্তন করিতে।
পারিলে মোদের প্রেম হয় এইমতে ॥
আমাদের কেন না হবে পারিলে সে হয়।
অপরাধ বর্জ্জি কৈলে হয়েন নিশ্চয় ॥
অপরাধ গুলি যত পার বাঁচাইতে।
অনুভব বৈরাগ্য প্রেম হয়ত এমতে ॥
নাম বৈষম্য নাহি করে সে কার প্রতি।
নিরপরাধী হৈলে কৃপা করে শীঘ্রগতি ॥
নিরপরাধে ভক্তি করিলে কৃপা করে।
আর যত ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু না বিচারে ॥

তথাহি শ্রীচরিতামৃতে।

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন শ্রদ্ধাদূরেঽস্তু পঞ্চকে।
অত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥

সদ্ধিয়াং অর্থ নিরপরাধ চিত্ত হয়।
নিরপরাধে নাম লৈলে অল্পে প্রেমোদয়॥
পঞ্চ অঙ্গ ভক্তি বীর্য্য অদ্ভুত অসীমা।
কেহ না বলিতে পারে ইহার মহিমা॥
পঞ্চ অঙ্গ ভক্তি যদি অতি অল্প করে।
তথাপিও শীঘ্র পায় দয়ালু কৃষ্ণেরে॥
ভক্তি অঙ্গ অল্প করে ভক্ত নাম হয়।
ভক্তাধীন ভগবান তাহার সহায়॥
(ভক্ত অপরাধ কৈলে কৃষ্ণ নাহি দেখে।
অল্প সেবা করিলেও মানে লাখে লাখে॥)
(কামে বা অকামে লোভে ভজে কোনরূপে।
কৃষ্ণ কৃপা করে আসি তাহাকে স্বরূপে॥)
কৃষ্ণ বলে ভক্ত মোর হয়েন অজ্ঞান।
আমাকে না মাগি মাগে বস্তু যে সামান্য॥
আমি সব জানি সামান্য কেন দিব।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ধন আমি তার হব॥
কুশল জগতে যত আছে বহুতর।
সৎসঙ্গ মত কুশল নাহি দেখি আর॥
শাস্ত্রগণ যত আছে সবে এই বলে।
সাধুসঙ্গ লবমাত্র সর্ব্বসিদ্ধি ফলে॥

যত যত দুঃখ আছে জগত ভিতরে।
সাধুসঙ্গ লেশে সর্ব্ব দুঃখ যায় দূরে॥
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণকে মিলয়।
কৃষ্ণ সেবা করে কৃষ্ণ প্রেমেতে ভাসয়॥
কৃষ্ণ মর্ম্ম কৃষ্ণ মন পারে সে বুঝিতে।
কৃষ্ণদাসী হয়ে পারে কৃষ্ণে ভুলাইতে॥
হেন সাধুসঙ্গ ফল কে পারে বলিতে।
সর্ব্ববাঞ্ছা সিদ্ধি সাধু সঙ্গের লেশেতে॥

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধী।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং॥

কামাশক্তের কথা তুমি যে কহিলে।
সন্দেহ যাইবে ধ্রুবচরিত্র শুনিলে॥
ধ্রুব কোলে যেতে ইচ্ছা কহিল রাজাকে।
সুরুচি ভর্ৎসনা বহু করিল ধ্রুবকে॥
দুঃখানলে দগ্ধ হিয়া মাতৃকোলে গিয়া।
বিবরণ কহিলেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
সুনীতি আদর করি কোলেতে লইয়া।
নিজেও কাঁদিলা ধ্রুব দুঃখে দুঃখী হৈয়া॥
ধ্রুব বলে মা গো আমাদের কে আছে।
এ দুঃখ সকল গিয়া কহি তার কাছে॥

সুনীতি বলেন বাছা সেই কথা শুন।
রাজা মোরে বনবাস দিলা যেই দিন ॥
জলে ডুবে মরি গিয়া সঙ্কল্প করিল।
এক বৃদ্ধ ঋষি আসি মোরে নিবারিল ॥
ত্রিকালজ্ঞ সেব্য কৃষ্ণে অনন্যমানস।
নিজ কন্যা মত মোরে দিল উপদেশ ॥
অসংখ্য অনন্ত জীব পৃথিবীতে আছে।
মায়াতে ভুলিয়া দুঃখ সাগরে ডুবেছে ॥
অনাদি অনন্ত কাল দুঃখে জ্বলিতেছে।
এ দুঃখের পারে কেহ যাইতে নারিছে ॥
(জগতের পিতা কৃষ্ণ জগৎস্বামী হয়।
তাহা বিনা জগতে কেহ সে কার নয় ॥)
অজ্ঞান বশতঃ আমি আমার বলিয়া।
অপার সাগর দুঃখে মরি সে জ্বলিয়া ॥
জীবের মূর্খতা দোষ কি বলিব আর।
হেন প্রভু না ভজিয়া দুঃখ পাই অপার ॥
তাহার দয়াল গুণ কে পারে বলিতে।
গণেশ অনন্তদেব না পারে লিখিতে ॥
অঘাসুর পূতনাকে হেন গতি দিল।
ভজিলে কি দেন তারে মোরে তাহা বল ॥

দন্তবক্র জরাসন্ধ কংস আদি যত।
এরূপ অসুর শত্রু কে গণিবে কত॥
শত্রু হৈয়া দুঃখ দিয়া পাইল হেন গতি।
ভজিলে কি দেন তারে বল গোর প্রতি॥
অজামিল নামাভাষে পাইল মোচন।
নামাভাষে মোচন পাইল সে যবন॥
পাদস্পর্শে অহল্যার হইল উদ্ধার।
"মড়া মড়া" বলি দস্যু হৈল ঋষিবর॥
ভজিলে সে কিবা হয় কে পারে বলিতে।
ভজিয়া গুহকবর চণ্ডাল হইল মিতে॥
ভজিয়া সে মুচিরাম দাস হেন হৈল।
যার অঙ্গে ঘণ্টা বাজিতে লাগিল॥
ভজিয়া লঙ্ঘয় হনু অপার সাগর।
ভজিয়া সে বিভীষণ হৈল লঙ্কেশ্বর॥
ভজিয়া সে বিদুর জগতে পূজ্য হয়।
যার কদলক ফেলি কৃষ্ণ ছোবা খায়॥
ভজনে অর্জ্জুন রথে সারথি হইলা।
ভজনে নন্দের বাধা মাথায় বহিলা॥
ভজনেতে যশোদার বন্ধন স্বীকার।
ভক্তিতে ধরিল হরি পদ গোপীকার॥

ভক্তিতে শ্রীদাম গোপে স্কন্ধেতে বহিলা।
ভক্তিগুণে সখাগণের উচ্ছিষ্ট ভুঞ্জিলা॥
যাঁর লোমকূপে হয় অনন্ত ভুবন।
ভক্তিতে যশোদা তাঁরে করিল বন্ধন॥
হিরণ্য কশিপু নামে দৈত্য দুইজন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল শাসিল ত্রিভুবন॥
ত্রিভুবনে সকলেই তাঁরে দেন কর।
প্রহ্লাদ হয়েন হিরণ্যকশিপু কুমার॥
তাঁর ভ্রাতৃবধাবধি করিল সে পণ।
স্বর্গ মর্ত্ত্যে বিষ্ণুভক্ত হতে না দিব একজন॥
তাঁর পণ শুনি শিশু মনে দুঃখ বড়।
প্রহ্লাদ করিল পণ করিয়া সুদৃঢ়॥
মোরে কৃপা করেন যদি প্রভু কৃপাধাম।
পৃথিবীতে সবারে বলাব কৃষ্ণ নাম॥
শিশুর রহিল পণ রাজা হারি মল।
কৃষ্ণভক্তের প্রভাব কে বলিবেক বল॥
প্রহ্লাদ মুদিয়া চক্ষু করে কৃষ্ণ ধ্যান।
শিশুগণ যত্ন করে শাস্ত্র অধ্যয়ন॥
প্রহ্লাদে জিজ্ঞাসে গুরু করিয়া যতনে।
এমন বলেন শিশু গুরু তা না জানে॥

একরূপ ব্যাখা পাঠ বলেন প্রহ্লাদকে।
পাঁচরূপে ব্যাখ্যা করি বুঝান গুরুকে॥
আশ্চর্য্য ভাবিয়া গুরু হয়েন লজ্জিত।
প্রহ্লাদে পড়ান নাহি লোকের সাক্ষাৎ॥
গুরু বলে এ শিশু মানুষ নয় মোর জ্ঞানে।
এ ব্যাখ্যা করিতে মোর বাবাও না জানে॥
একদিন রাজা কিছু সার জিজ্ঞাসেন।
প্রহ্লাদ বলেন সার শ্রীনন্দনন্দন॥
তাঁহার নাম গুণ কীর্ত্তন হয় সার।
তাঁহার ভজন বিনা নাহি কিছু আর॥
জ্বলন্ত অনল রাজা শুনিয়া বচন।
ক্রোধে বলে এ দুষ্টেরে মারহ এখন॥
এক চড়ে বধিবে রাজা আগে মনে ছিল।
পরে খড়্গধারী এক জনে আজ্ঞা দিল॥
তৃতীয়েতে অস্ত্রধারী হাজার হাজার।
চতুর্থে স্বহস্তে অস্ত্র কিছু না হৈল তাঁর॥
পঞ্চমে হাত পা বাঁধি হস্তীতলে দিল।
ষষ্ঠে জ্বালা তৈলের কড়ায় যবে আজ্ঞা দিল॥
অল্পবুদ্ধি লোকে ভাবে হায় কি ঘটিল।
কয়াধুকে এক সখী আসিয়া কহিল॥

সখী বলে মাগো তব এমন পরাণ।
আজ সে প্রহ্লাদ দেখ হারায় জীবন॥
বুঝায়ে কহ না তারে প্রতিজ্ঞা ছাড়িতে।
শিশুর কি প্রতিজ্ঞা থাকে রাজার সহিতে॥
ত্রিভুবন আজ্ঞাকারী যাহার ভয়েতে।
শিশু হৈয়া এত জেদ করেন কিমতে॥
কয়াধু বলেন সখী তুমিত অজ্ঞান।
দেবর্ষি মুখেতে আমি শুনিনু আখ্যান॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয় যাঁর ইচ্ছাতে।
পালেন বা সংহার করেন যাঁর দাসেতে॥
তাঁহার দাসের তাতে নাহি মনোযোগ।
তাঁর দাস তাঁকে সেবে মনোযোগ পূর্ব্বক॥
হেলাতে সৃজে বা পালে করয়ে সংহার।
এমন প্রভাবশালী দেখ দাস তাঁর॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কে পারে লিখিতে।
নির্গুণ সে লীলাকারী শ্রীব্রজপুরেতে॥
লীলামাত্র কার্য্য তার ভক্তরক্ষা সদা।
এই দুই কার্য্য কৃষ্ণ করেন সর্ব্বদা॥
ভক্ত বাৎসল্য গুণ তাঁর না যায় বর্ণন।
সেবক রাখিতে কাটে পুত্র নিজ জন॥

ক্ষিতি গর্ভজাত পুত্র নাম নরক হয়।
তাহারে কাটিয়া দেখ সেবক রাখয়॥
সেবক তাঁহার পিতা মাতা বন্ধু ভাই।
সেবক বিনা সে কৃষ্ণ আর জানে নাই॥
নিজপণ ভাঙ্গে রাখে সেবক বচন।
তার সাক্ষী ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষণ॥
তপ্ত তৈলের কড়া সখী এলে যে কহিতে
তাহাতে সুধার গুণ দেখিবা পশ্চাতে॥
অগ্নিতে সুধার গুণ কৃষ্ণ ইচ্ছায় হয়।
সুধাতে অগ্নির গুণ করিতে পারয়॥
দাস তাঁর করিল পান গণ্ডুষে সাগর।
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তা সব দাস তার॥
কৃষ্ণ ইচ্ছা জান সখী মূল সে কারণ।
বিফল সে হয় বিষ অমৃত ভোজন॥
তাঁর দাসী যোগমায়া অঘট ঘটন।
জীব মন কৃষ্ণ পদে যে করে যোজন॥
বালুকে পর্ব্বত পারে করিতে সে জন।
পর্ব্বত হইতে পারে বালুকার কণ॥
অঙ্গুলি কনিষ্ঠাগ্রে ধরে গোবর্দ্ধন।
ব্রহ্মাকে মোহিল স্বচ্ছে অনন্ত নারায়ণ॥

শিশু বৎসগণ সব হৈল নারায়ণ।
ব্রহ্মাগণ আসি করে প্রত্যেকে স্তবন ॥
ব্রহ্মাশিব যাঁর দ্বারে গড়াগড়ি যান।
যথাকালে সব কথার উত্তর না পান ॥
কোন ছার কীট হয় হিরণ্যরাজন।
বল সখী প্রহ্লাদের ভয় কর কেন ॥
তপ্ত তৈলে সুধার গুণ দেখিল প্রহ্লাদে।
পর্ব্বত হইতে ফেলে বান্ধি হস্তপদে ॥
কৃষ্ণ হস্তে ধরি নিয়া রাখে অবনীতে।
তবে রাজা আজ্ঞা দিল সমুদ্রে ফেলিতে ॥
সমুদ্রে ফেলিল যদি পাষাণ বাঁধিয়া।
রামনাম কাণে বলে পবন আসিয়া ॥
পবন আসিয়া দেখে সিন্ধু মহাভাগে।
প্রহ্লাদে পূজেন পুষ্প চন্দন সহযোগে ॥
সিন্ধু বলে ধন্য আমি তোমারে পরশি।
তোমার পূজা সে কৃষ্ণপূজা হৈতে বেশী ॥
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ বৈসে সর্ব্বক্ষণ।
জগত উদ্ধার হেতু তুমি অবতীর্ণ ॥
আমি কিছু জানি তব গুণের আভাষ।
প্রভু আজ্ঞা নাহি তাহা করিতে প্রকাশ ॥

শিশু বলে তব গুণ অসংখ্য অপার।
তোমার জামাতা হন ত্রৈলোক্য ঈশ্বর॥
তব কন্যা লক্ষ্মীকে আমার কথা বল।
কভু দয়া করি যেন দেন পদধূল॥
এইমত রাজা যত উদ্যম করিল।
প্রহ্লাদের লোমমাত্র লঙ্ঘিতে নারিল॥
বরং দিন দিন তেজ হৈল পরিপূর্ণ।
প্রহ্লাদে দেখিয়া রাজা হৃৎকম্পবান॥
পুনঃ যে পড়িতে দিল গুরু বিদ্যমান।
একদিন গুরু কার্য্য হেতু কোথা যান॥
শিশুগণ লয়ে শিশু করে সঙ্কীর্ত্তন।
প্রেমের সহিত তথা আইল ভগবান॥
গুরু পরিবার যত কৌতুক লাগিয়া।
কীর্ত্তন করেন কিছু হাসিয়া হাসিয়া॥
প্রেমের সহিত কৃষ্ণ সেখানে আসিয়া।
আবির্ভাব হইলেন ভক্তের লাগিয়া॥
প্রেমাবেশে পুলকাশ্রু হুঙ্কার গর্জ্জন।
বিহ্বল হইল তথা ছিল যত জন॥
সঙ্কীর্ত্তন ধ্বনি গেল বৈকুণ্ঠ ভেদিয়া।
গুরু বলে কেবা যায় বিবাহ করিয়া॥

আসিয়া নিষেধে ষণ্ডা সবারে তখন।
তার স্ত্রী করে তার সম্মুখ কীর্ত্তন ॥
বাহ্য দৃষ্টি নাহি যবে কিসে ভয় তার।
হরি হরি হুহুঙ্কার বিনে নাহি আর ॥
এরূপ কীর্ত্তন শিশু অনেক করিল।
একদিন রাজা তবে পুনঃ জিজ্ঞাসিল ॥
প্রহ্লাদ বলেন হরি আছে সর্ব্বস্থানে।
তাকে না ভজিলে কভু নাহিক কল্যাণে ॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক হরি সব হরিদাস।
হরি না ভজিলে তার হয় সর্ব্বনাশ ॥
জ্বলন্ত অনল রাজা হৈল ক্রোধ মনে।
স্তম্ভেতে মারিল মুষ্টি হিরণ্য তখনে ॥
স্তম্ভ ফাটি নরসিংহ রূপ প্রকাশিল।
কিছুকাল যুদ্ধ করি হিরণ্যে বধিল ॥
প্রহ্লাদে বসান হরি রাজসিংহাসনে ॥
বর মাগ ওরে বৎস বলেন তখনে ॥
শিশু বলে অন্য বরে নাহি প্রয়োজন ॥
তব শ্রীচরণ যেন সেবি সর্ব্বক্ষণ ॥
তব দাসঘরে হই উচ্ছিষ্ট ভাজন।
দাস বলি মোরে যেন দেন সেবাধন ॥

তোমার দাসের সঙ্গে সেবিয়ে তোমায়।
তব ভক্তস্থানে যেন অপরাধ না হয়॥
তব কথা শুনি যেন তব দাসমুখে।
তব প্রেমাস্বাদ তব ভক্তসঙ্গে সুখে॥
হরি বলেন সর্ব্ব বর দিলাম তোমারে।
পাইবে সকল বর ইচ্ছা অনুসারে॥
স্বস্থানে গমনে হরি করিল তখনে।
প্রহ্লাদে বসাইয়া তবে রাজসিংহাসনে॥
কৃপাসিন্ধু দাস বলে প্রহ্লাদ চরণে।
নিরপরাধী করিয়ে রাখ ভক্ত স্থানে॥
ধ্রুব বলে মাগো হরি বড় দয়াময়।
ভজিলে করেন দয়া সন্দেহ না হয়॥
হরিকে ভজিতে যাব লোভ জনমিল।
মা নাহি যাইতে দিবে আশায় বুঝিল॥
সুনীতি নিদ্রিতকালে পরিক্রমা করি।
শ্রীমধুবনেতে গেল হরিপদ স্মরি॥
হা পদ্মপলাশলোচন হে দয়াময়।
পতিতপাবন সবে দীনবন্ধু কয়॥
অনাথের নাথ তুমি সর্ব্বদুঃখ হারি।
বিপদভঞ্জন মধুসূদন শ্রীহরি॥

তব দরশন যদি না পাই এখন।
জলেতে প্রবেশি আমি ত্যজিব জীবন॥
এইরূপে ধ্রুব যবে করেন ক্রন্দন।
বৈকুণ্ঠেতে ভগবান অস্থির হৈল মন॥
ব্যাকুল হইয়া তেঁহ যেতে ইচ্ছা করে।
পুনঃ সে চিন্তিল হরি আপন অন্তরে॥
ধ্রুব মোর অদীক্ষিত আমি যাই যদি।
শাস্ত্রের মর্য্যদা আর না থাকিবে বিধি॥
এত ভাবি হরি তবে কিছু স্থির হয়ে।
নারদে স্মরণ করি রহিল বসিয়ে॥
নারদ আসিয়া বলে কেন সে ক্রন্দন।
ইহার কারণ বল মোরে নারায়ণ॥
বিলম্ব নাহিক আর করিবে এখন।
মোর প্রতিনিধি হইয়া যাও মধুবন॥
ধ্রুব শিশু মোরে স্মরি সর্ব্বক্ষণ কাঁদে॥
স্থির না হইতে পারি পড়িয়াছি ফাঁদে॥
তুমি শীঘ্র গিয়া দীক্ষা মন্ত্র দেহ তারে।
তবে পারি প্রবেশিতে তাহার অন্তরে॥
নারদ আসিয়া ধ্রুবে করে জিজ্ঞাসন।
বনমাঝে কেন শিশু করহ ক্রন্দন॥
পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণ মোর কোথা।
তাহাকে চাহিয়ে আমি বনে ফিরি হেথা॥

হাসিয়া পাগল বোলে ঋষি কয় কথা।
কত যুগ ভজি কৃষ্ণ কেহ পায়না হেথা॥
দুগ্ধপোষ্য বালক সে বড়ই সাহস।
মাতৃকোলে গিয়া শীঘ্র দুগ্ধ খাইয়া এস॥
অনেক পশ্বাদি বনে ধরি খাবে শেষে।
দুঃখানলে তব মাতা কাঁদিবেক বসে॥
অনেক প্রাচীন ঋষি ভজন করিয়া।
অনেক দিবসেতে না পাইল ভজিয়া॥
ধ্রুব বলে প্রভু তুমি হও কোন জন।
পরিচয় দিয়া দুঃখ কর নিবারণ॥
নারদ আমার নাম ঋষি সে বলিল।
ধ্রুবের চক্ষেতে ধারা বহিতে লাগিল॥
ধ্রুব বলে বঞ্চনা বাক্য যে সব কহিলে।
এবে সে বুঝিনু তুমি পরীক্ষা করিলে॥
মাতৃমুখে শুনিয়াছি বিশেষ বিবরণ।
বঞ্চনার ব্যক্তি তুমি নহ কদাচন॥
তব সম দয়ালু সে নাহি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি দাও যাচি জীবগণে॥
নল কুবের সে তব পায় না ধরিল।
অপরাধী হইয়া যদি সে জন পাইল॥

তোমার কৃপায় সে পাইল অজাগর।
তোমার কৃপায় পায় পশ্বাদি অপার॥
বৈকুণ্ঠে প্রয়াগ পথে যবে যাও চলে।
চণ্ডাল ব্যাধেরে কৃপা সে দিন করিলে॥
সে কথা ভাঙ্গিয়া প্রভু কহিবে আমায়।
শিশু হৈলে এত অপরাধী কেন হয়॥
চিত্রকেতু কভু নাহি তোমাকে খুঁজিল।
তুমি তারে খুঁজে দিলে সে ভক্ত হইল॥
এইরূপে কত ভক্ত তোমার কৃপায়।
শিশু হৈলে এত অপরাধী কেন হয়॥
পশ্চিমে সে ভানুদয় যদি হয় কালে।
তব কৃপা হৈলে সে কৃষ্ণ নাহি ফেলে॥
সাগর শুখায়ে যদি মরুভূমি হয়।
তব কৃপা যারে তারে কৃষ্ণ না ছাড়য়॥
লক্ষ্মী যদি ভিক্ষা করে নগরে নগরে।
তব কৃপা যারে তারে কৃষ্ণ নাহি ছাড়ে॥
মরুভূমেতে যদি বৃক্ষলতা হয়।
তব কৃপা যারে তারে কৃষ্ণ না ছাড়য়॥
কালেতে পর্ব্বতক্ষয় যদি হতে পারে।
তব কৃপা যারে তারে কৃষ্ণ নাহি ছাড়ে॥

প্রভু তব কৃপাগুণ অপার অক্ষয়।
শিশু হৈলে এত অপরাধী কেন হয়॥
স্বায়ম্ভুব বংশজাত ধ্রুব কুলাঙ্গার।
গুরু সে জগৎপূজ্য নারদ ঋষিবর॥
এত যদি হৈলেন সকল সদুপায়।
শিশু হৈলে এত অপরাধী কেন হয়॥
ধ্রুব বলে শুনিয়াছি পতিত-পাবন।
তোমার কৃপায় কৃষ্ণ পায় সর্ব্বজন॥
অধম চণ্ডাল আদি কারে নাহি বাছে।
তব কৃপাগুণে কত পশ্বাদি পেয়েছে॥
যবন পুক্যষ আদি অনেকে পাইয়াছে।
তব কৃপাগুণ সর্ব্ববেদেতে বলিছে॥
তবে কেন শিশু বলি করিবে বঞ্চনা।
ত্যজিব তবে সে প্রাণ যদি কর ঘৃণা॥
কৃষ্ণ না পাইলে কভু ঘরে না যাইব।
যতকালে পাই কৃষ্ণ ততকালে পাব॥
এক জন্মে না পাই হউক শত জন্ম।
কৃষ্ণ ভজন বিনা আর না করিব কর্ম্ম॥
শুনিয়া নারদ বড় সন্তোষ হইল।
শিরে হস্ত দিয়া বহু আশীর্ব্বাদ কৈল॥

ধ্রুব স্নান করি আইল যমুনা হইতে।
দীক্ষা শিক্ষা করাইল যথা বিধিমতে॥
সাহস প্রদান করি ঋষি চলি যায়।
উত্তানপাদের কথা তবে মনে হয়॥
ঋষি গিয়া দেখে রাজা ভূমে গড়ি যায়।
কান্দ কেন মহারাজ তারে জিজ্ঞাসয়॥
স্ত্রৈণ্য পুরুষের মৃত্যু সেও হওয়া ভাল।
স্বায়ম্ভুব বংশে আমি কুলাঙ্গার জন্মিল॥
ধ্রুবে আমি কোলে নিতে না পারিনু যবে।
অগ্নিতে প্রবেশ করি মরি গিয়া তবে॥
স্ত্রৈণ্য পুরুষে সে ধিক্ বলে সর্ব্বক্ষণ।
ভূমে পড়ি আর্ত্তনাদ করেন ক্রন্দন॥
তারে আশ্বাসিয়া ঋষি স্বস্থানে গমন।
ধ্রুব মধুবনে বসি করেন ভজন॥
ত্রিসন্ধ্যা যমুনা স্নান করে কৃষ্ণধ্যান।
কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন সে করেন সর্ব্বক্ষণ॥
মাতৃমুখে শুনে আর ঋষি দীক্ষা শিক্ষা।
তাহাই করেন যেন পাষাণের রেখা॥
কিছুমাত্র বাহ্যদৃষ্টি যদি ধ্রুব থাকে।
হা পদ্মপলাশলোচন বলি ডাকে॥

পদ্মপলাশলোচন হরি দয়াময়।
কুলাঙ্গার ধ্রুবে আসি হওহে সদয়॥
পতিতপাবন দীনবন্ধু বেদে বলে।
সে নাম সফল ধ্রুবে দরশন দিলে॥
তৃতীয় দিবসে কিছু করি ফলাহার।
পদ্মপলাশলোচন বলি কান্দে বার বার॥
সেই ধ্যানে থাকিল সে পনর দিবস।
এইমত ক্রমান্বয়ে হৈল ছয়মাস॥
একদিন কৃষ্ণচক্ষে জলধারা চলে।
চরণ ধরিয়া লক্ষ্মী কান্দি কান্দি বলে॥
কান্দিহ কেন সে প্রভু কহ বিবরণ।
কৃষ্ণ কহে ভক্ত মোর কান্দে একজন॥
ভক্তের ক্রন্দনে মোর হৃদয় বিদরে।
অতএব স্থির হৈয়া রহিতে নারি ঘরে॥
মালক্ষ্মী বলেন প্রভু কিরূপ সে ভক্ত।
আমারে কহিবে প্রভু আমি অনুরক্ত॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন দেবী অতি শিশু হয়।
পঞ্চম বৎসর তাতে রাজার তনয়॥
শুনিয়া বলেন দেবী কঠিন আপনি।
ছয়মাস হৈল গত নাহি গেলে তুমি॥

বিলম্ব করেন যদি না কর গমন।
এখন যাইয়া আমি দিব দরশন॥
বড়ই কঠিন প্রভু দেখিয়ে তোমারে।
এ শিশু ছমাস কান্দে রয়েছ কি করে॥
কৃষ্ণ বলে ভক্ত বাক্য না পারি লঙ্ঘিতে।
নারদ বলিল পাবে ছয়মাস হৈতে॥
দেবীকে প্রবোধ করি গেল গদাধর।
ধ্রুবকে বলেন বাছা মাগি লহ বর॥
ধ্রুব বলে অন্য বরে নাহি প্রয়োজন।
তোমাকে চাহিয়ে আর তোমার সেবন॥
কৃষ্ণ বলে যার লাগি ভজিলে আমায়।
সেই বর লহ বাছা সন্তোষ হিয়ায়॥
ধ্রুব বলে অজ্ঞ মূঢ় আমি দুরাচার।
দুর্ব্বাসনা শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল অন্তর॥
তব নাম লয়ে তোমাকে ধ্যান করিল।
বাসনা শৃঙ্খল মোর সব দূরে গেল॥
যোগীন্দ্রগণোপাস্য যে ব্রহ্মা শঙ্কর।
যার নাম রসে তারা হয় দিগম্বর॥
সে প্রভু পাইয়া আমি হৈলাম কৃতার্থ।
চতুর্ব্বর্গ তুচ্ছ সে আর সব অনর্থ॥

কাঙ্গাল অজ্ঞান কাঁচ খুঁজিয়া বেড়ায়।
স্পর্শমণি পায় যদি কাঁচ নাহি লয়॥
(কাঙ্গাল মূঢ় সে ছাগী করে অন্বেষণ।
কাম ধেনু পাইলে ছাগী না করে গ্রহণ॥)
প্রভু যে এরণ্ড তরু খুঁজিয়া বেড়ায়।
কল্পতরু পাইলে সে এরণ্ড না লয়॥
অমৃত খাইয়া যার পূরয়ে উদর।
নিম্বপত্র আর নাহি করয়ে আহার॥
শিবের আরাধ্য তুমি কমলার প্রাণ।
বিরিঞ্চি ধ্যানেতে নাহি পায় দরশন॥
হেন ধন তুমি যদি দিলে দরশন।
তোমাকে না পাইলে সে ত্যজিব জীবন॥
তোমার দয়ালু গুণ না পারে লিখিতে।
গ্রন্থকর্ত্তা যত আছে প্রেমভক্তি মতে॥
তার সাক্ষী আজ সে দেখিলাম আমাকে।
দয়া করে দরশন দিলে এ অধমকে॥
গুরুবাক্য মতে আমি ভজিতে নারিল।
মাতাবাক্য অনুসারে কিছু না করিল॥
তবে যে দর্শন দিলে অপার করুণা।
তোমার করুণা গুণ লেখে কোন জনা॥

কৃষ্ণ বলে ধ্রুব আমি তোমার নিশ্চয়।
সত্য সত্য বলি আমি অন্যথা কভু নয়॥
অল্পদিন রাজ্য করি মম স্থানে যাবে।
তোমার ভক্তির বাধা কভু না জন্মিবে॥
এত বলি হরি তবে যান নিজপুরে।
কৃষ্ণবাক্য অনুসারে ধ্রুব রাজ্য করে॥
শিষ্য বলে গুরুপদ করিয়া ধারণ।
নারদ সাক্ষাতে ধ্রুব ভবিষ্যৎ কৈল কেন॥
গুরু বলে তোরমতে শাস্ত্রের নিত্যত্ব নাহি থাকে।
উদাহরণ শুন সে বলি সে তোমাকে॥
ঈশ্বর প্রকট অপ্রকট সব নিত্য।
সেই মত শাস্ত্রগণের হয়ত নিত্যত্ব॥
দণ্ডকারণ্যবাসী সে দেখে রঘুবর।
কৃষ্ণদাসী হব বলি মাগিল সে বর॥
ভারত ভাগবত হয় শাস্ত্রের নিদান।
সেই দুই গ্রন্থে দেখ তাহার প্রমাণ॥
রামজন্ম হয় নাই দশরথ ঘরে।
তখন রামায়ণ খ্যাত সকল সংসারে॥
কামেতে ভজিয়া ধ্রুব কৃষ্ণকে পাইল।
মালীর কথায় কেন সন্দেহ হইল॥

ভজনানন্দ বলিয়া মালী খ্যাত হইল।
দরশন লাগি রাণী রাজাকে কহিল॥
কাপড়ের তাম্বু হইল সমস্ত রাস্তায়।
রাজ আজ্ঞা অন্য লোক নাহি বাহিরায়॥
রাণী সে কহিল গিয়া আসিয়াছি আমি।
তোমার যে ইচ্ছা হয় তাহা কর তুমি॥
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম হয়ে রাণীর চরণে।
প্রশংসা করিয়ে তবে কায়বাক্যমনে॥
বলে আমি ধন্য এবে তোমার কৃপায়।
তোমার কৃপার কথা বলা নাহি যায়॥
তোমার চরণে আমি হই যে বিক্রীত।
আশীর্ব্বাদ কর যেন হই যে কৃতার্থ॥
এদেশ করিয়া ত্যাগ যাব বৃন্দাবনে।
একান্তে ভজিব গিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে॥
অধম বিষয়ের কীট আমি দুরাচার।
তোমার কৃপায় আমি হই যে উদ্ধার॥
সেই দিন তথা হৈতে হইয়া বিদায়।
বৃন্দাবনে গিয়া বসিলেন মহাশয়॥
কৃপাসিন্ধু দাসের সে এ ভরসা বড়।
গৌরাঙ্গ নিতাই বড় দয়ার সাগর॥

সম্পূর্ণ।

